RAJA KRISHNU CHUNDRU ROY.

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং।

শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রচিতং।

কৃষ্ণচন্দ্রমহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে করিব বিস্তার।

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।

ইং ১৮৫৭।
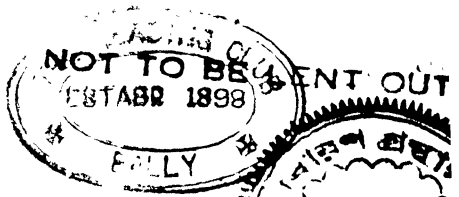
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং

বঙ্গভূমিতে হাবিলি পরগণায় কাঁকদি গ্রামে কাশীনাথ রায় মহাশয়ের বসতি ছিল। পরগণাও তাঁহার জমিদারীর পরে কিছু কাল রাজকরের কারণ ঢাকার সুবার সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল সেই বিবাদে পরাভব হইয়া বনিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশত্যাগ করিলেন বহুকাল ভ্রমণ করিতেং বাগুয়ান পরগণায় বিশ্বনাথ সমাদ্দারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন সমাদ্দার যথেষ্ট সমাদর করিয়া নিজালয়েতে অপূর্ব্ব স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়া রায়কে এবং রায়ের গৃহিণীকে যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কালানন্তরে রায়ের বনিতা গর্ব্বিণী হইয়া রায়কে কহিলেন হে নাথ বুঝি আমার গর্ব্ভ হইল ইহা শুনিয়া রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন রাজ্যচ্যুত হইয়া পরের বাটীতে থাকিয়া রাণী কি প্রকারে প্রসব হইবা এবং অনেকং বিলাপ করিলেন। অনেক বিবেচনানন্তর প্রভাতে সমাদ্দারকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিয়া কহিলেন হে তাত আমরা তোমার সন্তান সন্ততি আপনি ইহাই বিবেচনা করিয়া যে উচিত হয তাহাই করিবেন সমাদ্দার অনেকং আশ্বাস করি-

য়া কন্যাভাবে রাণীকে পালন করিতে লাগিলেন। রায় দেখেন সমাদ্দার আত্মকন্যার ন্যায় রাণীকে পালন করিতে প্রবর্ত্ত তখন চিন্তা করিতেছেন রাজ্য গেল পরের বাটীতে কতকাল বাস এরূপে করিব ইহাই অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন হস্তিনাপুরে না গেলে ইহার উপায় হইবেক না ইহাই ধার্য্য করিয়া সমাদ্দারকে না কহিয়া এবং আত্মবনিতাকে না বলিয়া হস্তিনাপুরে তিনি প্রস্থান করিলেন।

সমাদ্দার রায়কে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং রায়ের গৃহিণী রায়ের অন্বেষণ না পাইয়া বিপদ সাগরে মগ্না খিদ্যমানা রোদনপরা শোকাকুলা। সমাদ্দার অতিশয় কাতর দেখিয়া রাণীকে কহিতেছেন তুমি আমার কন্যা যদ্যপি রায় এরূপ করিলেন আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব তুমি কদাচ চিন্তা করিবা না। তখন রাণী সমাদ্দারের কথা শ্রবণ করিয়া স্থিরা হইয়া কহিলেন পিতা তোমাব্যতিরেকে আমার আর অন্য জন নাই সমাদ্দার কহিলেন কন্যা কদাচ ভাবনা করিবা না তখন রায়ের বনিতা স্থিরা হইলেন সমাদ্দার সর্ব্বদা রাণীকে অধিক স্নেহেতে পালন করেন সময়ক্রমে রায়ের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক দর্শন করিয়া পরমহৃষ্টা হইয়া কহিলেন পিতাকে ডাক সমাদ্দার উপস্থিত হইলেই কহিলেন পিতা দৌহিত্র দর্শন করুন। সমাদ্দার দর্শন করিয়া দেখেন লক্ষণাক্রান্ত দৌহিত্র ভাবে সমাদ্দার পালন করিতে লাগিলেন সময়ক্রমে অন্নপ্রাশন দিয়া নাম রাখিলেন শ্রীরাম সকল লোক জানিলেক সমাদ্দারের পরিবার এই হেতু নাম হইল রাম সমাদ্দার।

এই রূপে কতক কাল যায় রায় হস্তিনাপুর গমন করিলেন কিন্তু পুনরায় আগমন হইল না। সমাদ্দার বিবেচনা করি-

লেন বালকের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত হইল অতএব প্রধানং পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যেমত কহেন সেই মত কার্য্য করিব। এই সকল বিবেচনা করিতেং রায়ের দ্বাদশ বৎসর গত হইল পরে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে রায়ের শ্রাদ্ধ করাইয়া শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন।

কিছু কালানন্তরে শ্রীরাম সমাদ্দারের জায়া গর্ব্ভিণী হইলেন সময়ক্রমে রাম সমাদ্দারের বনিতা প্রসব হইলেন অপূর্ব্ব বালক সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত অতিশয় রূপবান চন্দ্রের ন্যায় রাম সমাদ্দার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পুত্রহইতে আমারদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পুত্র দিনেং চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন অন্নপ্রাশনাদি দিয়া নাম রাখিলেন ভবানন্দ।

ক্রমেং রাম সমাদ্দারের তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ মধ্যম হরিবল্লভ কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি। ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় তেজঃপুঞ্জ। কিঞ্চিৎকাল গৌণে ভবানন্দ বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত শ্রুতিধর যাহা শুনেন তৎক্ষণেতে তাহাই অভ্যাস হয় প্রথম শাস্ত্র পাঠ পশ্চাৎ বাঙ্গলা লিখন পঠন এবং পারসি ও আরবি ইত্যাদিতে বিশারদ হইলেন অস্ত্রবিদ্যাতে অতিবড় ক্ষমতাপন্ন হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায় সর্ব্ব বিদ্যায় বৃহস্পতির তুল্য। রাম সমাদ্দার দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব বিদ্যায় অতিশয় গুণবান হইল মনেং বিবেচনা করিতেছেন এখন পুত্র রাজধানীতে গমন করে তবে উত্তম হয় কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতি ত্বরায় দিতে হইয়াছে ইহাই স্থির করিয়া ভবানন্দের বিবাহ দিলেন ক্রমেং তিন পুত্রের বিবাহ হইল।

ভবানন্দ অন্তঃকরণে নানাপ্রকার বিবেচনা করিলেন আ-

মার বাটীতে থাকা পরামর্শ নহে আমি রাজধানীতে গমন ক-
রিব ইহাই স্থির করিয়া পিতাকে কহিলেন পিতা আমি
বাটীতে থাকিব না রাজধানীতে গমন করিব। রাম সমাদ্দার
কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিয়াছ ভাল দিবস স্থির ক-
রিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়া ভবানন্দ কিঞ্চিৎ
অর্থ লইয়া দিব্যযানে রাজধানীতে গমন করিলেন তখন
রাজধানী ঢাকায়। ভবানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উত্তম
এক স্থানে রহিলেন এবং সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে প্রবর্ত্ত
বঙ্গাধিকারির নিকটে যাতায়াত করিতেং তাঁহার নিকটে
প্রতিপন্ন হইলেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দেখেন ভবানন্দ
অতিবড় গুণবান। অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আত্মকার্য্যের মধ্যে
প্রধান কার্য্যে ভবানন্দকে নিযুক্ত করিলেন খ্যাতি রাখিলেন
রায়মজুমদার। সেই অবধি খ্যাতি হইল ভবানন্দ রায় ম-
জুমদার।

রায় মজুমদারের উন্নতি যথেষ্ট হইল কিছু কালানন্তরে
যশোহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপা-
ন্বিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত
প্রতাপাদিত্য চরিত্রে বিস্তার আছে।

রাজা প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে ঢাকার বাদশাহ রাজা মান
সিংহকে আজ্ঞা করিলেন তুমি যাইয়া রাজা প্রতাপাদিত্য-
কে ধরিয়া আন তাহাতে রাজা মানসিংহ যে আজ্ঞা বলিয়া
স্বীকার করিলেন পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ অন্তঃকরণে বি-
বেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্বৃত্ত আমাকে আ-
নিতে সুবা আজ্ঞা করিলেন কিন্তু সেই দেশীয় এক জন উপ-
যুক্ত মনুষ্য পাইলে ভাল হয়। ইহার পূর্ব্বে ভবানন্দ রায়
মজুমদার রাজা মানসিংহের নিকট যাতায়াত করিতেছেন
তাহাতেই রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদারকে জ্ঞাত

ছিলেন স্মরণ হইল যে ভবানন্দ রায় মজুমদার সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গৌড়নিবাসী অতএব বঙ্গাধিকারিকে কহিয়া রায় মজুমদারকে লইব ইহাই স্থির করিয়া বঙ্গাধিকারিকে রাজা কহিলেন তোমার চাকর ভবানন্দ রায় মজুমদারকে আমাকে দেহ আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। বঙ্গাধিকারী কহিলেন যে আজ্ঞা কিন্তু বঙ্গাধিকারির যথেষ্ট খেদ হইল যে এমন চাকর আর কখন পাইব না কি করেন। রায় মজুমদারকে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে যাইতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন কোন্ দেশে যাইতে হইবেক তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন গৌড়ে যশোহর নগরে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজকর বারণ করিয়াছে তাহাকে ধরিতে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন তুমিও তাঁহার সহিত গমন কর। যে আজ্ঞা বলিয়া রায় মজুমদার স্বীকার করিলেন পরে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদার ও নব লক্ষ সৈন্য সঙ্গে করিয়া প্রতাপাদিত্য নিধন করিতে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া দুই মাসে বালুচর গ্রামে উপনীত হইলেন রায় মজুমদারকে কহিলেন রায় মজুমদার এ স্থানের কি নাম তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বালুচর গঙ্গার রেতীতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ কহিলেন অপূর্ব্ব স্থান এই স্থানে রাজধানী হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ্ঞা করিলেন আমি কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব। রায় মজুমদার সকল মনুষ্যকে কহিলেন তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম করহ। কতক কালানন্তরে রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে আজ্ঞা করিলেন সকল সৈন্যকে সংবাদ করহ কল্য এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। আজ্ঞানুসারে যাবদীয় সৈন্যকে ভেরীর নাদে জানাইলেন যে কল্য এ স্থানহইতে

প্রস্থান করিব পর দিবস সৈন্যের সহিত রাজা মানসিংহ গমন করিলেন।

এক দিবসের পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন স্থান রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ এ স্থানের নাম বর্দ্ধমান এ স্থানের অধিপতি রাজা বীরসিংহ ছিলেন এক্ষণে তাঁহার পুত্র রাজা ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ধীরসিংহ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিপাত করিতে নব লক্ষ দলে আসিয়াছেন। রাজা ধীরসিংহ নিজ পরিবারের উপর আজ্ঞা দিলেন তোমরা সকলে সসজ্জ হও আমি রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব এবং নানা প্রকার সামগ্রী ভেট দিতে হইবেক তাহার আয়োজন করহ। রাজা ধীরসিংহ নিজ ভৃত্যেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করণে নানাবিধ সামগ্রীর আয়োজন হইয়া প্রস্তুত হইল। পরে রাজা ধীরসিংহ দিব্য যানে আরোহণ করিয়া ভেটের দ্রব্য সকল সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহের নিকট সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন অগ্রে এক জন প্রধান চাকর রায় মজুমদারের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেক যে বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন মহারাজার নিকটে আপনি যাইয়া নিবেদন করুন। পরে রায় মজুমদার রাজা মানসিংহকে নিবেদন করিলেন মহারাজ বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। রাজা মান সিংহ কহিলেন আসিতে কহ। পরে রাজা ধীরসিংহ নানা দ্রব্য ভেট দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন ভেটের দ্রব্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর আম্র কাঁঠাল নারিকেল গুবাক শ্রীফল আতা ও আরং নানা জাতীয় ফল এবং অপূর্ব্বং বস্ত্র পট্টবস্ত্র ও

উত্তম সূতার বস্ত্র ও বনাত মখমল এবং চুনি চন্দ্রকান্তমণি সূর্য্যকান্তমণি নীলকান্তমণি অয়স্কান্তমণি এবং সহস্র২ সুবর্ণ দিলেন। ভেটের দ্রব্য দর্শন করিয়া আর রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা ধীরসিংহ নানা প্রকার শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন মহারাজ আমার নগরের ভাগ্যক্রমে এবং আমার অদৃষ্ট প্রসন্নপ্রযুক্ত মহারাজার আগমন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে হস্তি ঘোটক এবং দিব্য রাজবস্ত্র মুক্তার মালা নানাবিধ আভরণ প্রসাদ করিলেন আর কহিলেন আমি তোমার নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিব। রাজা ধীরসিংহ নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা এই সকল কথার পর ধীরসিংহ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পর দিবস রাজা মানসিংহ রাজা ধীরসিংহের নগর ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া রাজা মানসিংহ নগর ভ্রমণ করিতে২ দেখেন এক সুড়ঙ্গ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কিসের সুড়ঙ্গ। তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন রাজা বীরসিংহের এক কন্যা বিদ্যা নামে ছিল সে কন্যা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিতা ইহাতেই কন্যা প্রতিজ্ঞা করিলেক যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাভব করিবেক তাহাকে আমি বর মাল্য দিব এই সংবাদ দেশদেশান্তর প্রচার হওনে অনেক২ রাজপুত্র আসিলেন সকলকে পরাভব করিলেক পরে দক্ষিণ দেশে কাঞ্চিপুরের গুণসিন্ধুমহারাজার তনয় সুন্দর নামে অতিশয় রূপবান এবং সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এই সকল সংবাদ পাইয়া পিতা মাতাকে না কহিয়া বর্দ্ধমানে হিরা নামে এক মালিনীর বাটীতে বাসা করিয়া রহিলেন সেই সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিয়া

বিদ্যার নিকট যাইয়া শাস্ত্র বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করিলেন। ইহার বিস্তার চোরপঞ্চাশতে আ-ছে। রাজা মানসিংহ আজ্ঞা করিলেন সে গ্রন্থ আনিয়া আমাকে শুনাও। রায় মজুমদার চোর পঞ্চাশত শ্লোক আ-নাইয়া যাবদীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন।

পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ বর্দ্ধমানহইতে গমন করিয়া বি-বেচনা করিলেন যে ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটী দেখিয়া যাইব। রায় মজুমদারকে কহিলেন আমি তোমার বাটী হইয়া যাইব। রায় মজুমদার যে আজ্ঞা বলিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণায় উপস্থিত হই-য়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। রায় মজুমদার নানা জাতীয় ভেটের সামগ্রী রাজার গোচরে আনিলেন রায় মজুমদারের আহ্লাদ এবং সামগ্রীর আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন ইতিমধ্যে ঝড় বৃষ্টি অতিশয় উপস্থিত রাজা মানসিংহের সঙ্গে নব লক্ষ সৈন্য খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহাব্যস্ত রায় মজুমদার যাবদীয় সৈন্যে-র আহার পরগণাহইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন এই প্রকার সপ্তাহ হস্তি ঘোটক পদাতিকপ্রভৃতি সকলেই কোন ব্যামোহ পাইলেক না। ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ-রায়কে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রায় মজুমদারকে কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন তবে তোমার উপ-কারের প্রত্যুপকার করিব। পশ্চাৎ যশোহরে গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়া কিছু কাল গৌণে ঢা-কায় প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন। এক দিবস রাজা মানসিংহ রায় মজুম-দারকে কহিলেন তুমি আমার সাহায্য অনেকং করিয়াছ

অতএব তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ আমি তাহা পূর্ণ করিব ইহা শুনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তবে বাগুয়ান পরগণা আমার জমিদারী আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ স্বীকার করিয়া কহিলেন ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব ভবানন্দ রায় মজুমদারের অন্তঃকরণে যথেষ্ট আহ্লাদ হইয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি কুললক্ষ্মীর কৃপা হয়।

রাজা মানসিংহ জয়ী হইয়া আসিতেছেন এই সংবাদ বাদশা পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা মানসিংহকে রাজ প্রসাদ দিবেন তাহার আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন প্রধান মন্ত্রিরা সামগ্রী সমাধান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে আশ্চর্য্য এক প্রকরণ হইল তাহার বৃত্তান্ত এই বড়গাছি নামে এক গ্রাম তাহাতে হরি হোড়ের বসতি হরি হোড় অতি বড় ধনবান এবং পুণ্যশীল অত্যন্ত ধার্ম্মিক লক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থিরা হইয়া হরি হোড়ের নিবাসে বসতি করেন বহুকাল এই রূপে গত হইল হরি হোড়ের পরিবার অতি বিস্তর সর্ব্বদা বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত বাটীর মধ্যে হাটের কোলাহলের ন্যায়। লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন এ বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল না অতএব আমার পরম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদার তাহার বাটীতে গমন করি ইহাই স্থির করিয়া হরি হোড়ের বাটীহইতে ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে চলিলেন। পথের মধ্যে স্মরণ হইল নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে সে আমার অনেক তপস্যা করিয়াছে তাহাকে সাক্ষাৎ দিয়া বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে যাইব এই চিন্তা করিয়া পরম সুন্দরী এক কন্যা হইলেন কুক্ষিদেশে একটি ঝাঁপী লইয়া

নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী আমাকে পার করিয়া দেহ। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা তুমি কে অগ্রে আমাকে কহ পশ্চাৎ পার করিব ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম সেখানে বিবাদের জ্বালাতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি ইহা শুনিয়া ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা তুমি মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নহ তাঁহার কন্যা হইলে এ বেশে একাকিনী কেন যাইবা কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে তুমি লক্ষ্মী মজুমদারকে কৃতার্থ করিতে গমন করিয়াছ আমি অতিদুঃখিনী আমাকে আত্ম পরিচয় দিউন তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন ঈশ্বরী পাটনী পরম আহ্লাদে নৌকা শীঘ্র আনিয়া কহিলেক মা নৌকায় বৈস লক্ষ্মী নৌকায় বসিয়া দুই খানি পদ জলে রাখিলেন ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো জলে নানা হিংস্রক জন্তু আছে কি জানি পাছে পদে দংশন করে পা দুইখানি তুলিয়া বৈস তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায় রাখিব। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক পা দুইখানি জলসেচনীর উপরে রাখ। বিশ্বমাতা ইহা শুনিয়া জলসেচনীতে পদ রাখিলেন। জলসেচনীতে পদ স্পর্শ হইতেই সেচনী স্বর্ণ হইল। ঈশ্বরী পাটনী দেখে সেচনী সোণা হইল তখন অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেক ইনি সামান্যা নন জগৎজননী ছল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন ঈশ্বরী পাটনী লক্ষ্মীর পদে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বহুবিধ স্তব করিলেক তখন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী তুমি আমার অনেক তপস্যা করিয়াছ আমি বড় বাধ্য আছি বর যাচ্ঞা কর। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো তোমার কৃপায় আমার সকল পুর্ণ হইল যদি বর দিবেন তবে এই বর দিউন যে

আমার সন্তান যাবৎ থাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এবং দুধ ভাত খাউক। তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্ধান হইলেন।

পশ্চাৎ ঈশ্বরী পাটনী আনন্দ সাগরে মগ্না হইয়া ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে যাইয়া মজুমদারের গৃহিণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেক মজুমদারের বনিতা আনন্দার্ণবে মগ্না হইয়া ঈশ্বরী পাটনীকে দিব্য বস্ত্র আভরণে সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চাৎ পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয়ং ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত আহ্লাদের সীমা নাই রজনী যোগে ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন অপূর্ব্বা এক কন্যা কহিতেছেন আমি তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং আমার একটি ঝাঁপী তোমার ঘরে রাখিয়াছি তুমি সর্ব্বদা আমার পূজা করিবা এবং ঝাঁপীটি খুলিবা না রায় মজুমদারের স্ত্রী প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন ঘরের মধ্যস্থলে ঝাঁপী স্নান করিয়া ঝাঁপী মস্তকে লইয়া অপূর্ব্ব এক স্থানে রাখিয়া নানা বিধ আয়োজন করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করিলেন অদ্যাপি সেই ঝাঁপী আছে।

ভবানন্দ রায় মজুমদার রাজা মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপস্থিত হইলেন পরে এক দিবস রাজা মানসিংহের সহিত জাহাঙ্গিরসা বাদশাহের নিকট গমন করিলেন বাদশাহের নিকট গমন এবং আগমনপর্য্যন্তের বিস্তারিত সংবাদ রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন কিন্তু ভবানন্দ মজুমদারের বিস্তরং প্রশংসা বাদশাহের নিকট করণে বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন তাঁহাকে আমার নিকটে আন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আহ্বান করিলেন রায় মজুমদার বিস্তরং নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন বাদশাহ ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন উপযুক্ত মনুষ্য বটে। পশ্চাৎ রাজা মানসিংহকে নানা

প্রকার রাজপ্রসাদ সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার যদি আজ্ঞা হয় তবে মজুমদারকে রাজপ্রসাদ কিছু দিউন বাদশাহ হাস্য করিয়া কহিলেন উহাঁর কি প্রার্থনা তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহাঁর জমিদারী হউক বাদশাহ হাস্য করিয়া কহিলেন জমিদারীর লিপি করিয়া দেহ আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারীর লিপি বাদশাহের স্বাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সম্ভ্রান্ত করিলেন রায় মজুমদার জমিদারীর লিপি লইয়া বাদশাহের নিকটহইতে বিদায় হইয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে গেলেন। রাজা মানসিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে রাজদরবারহইতে বিদায় হইয়া বাটীতে আসিলেন দেখেন ভবানন্দ মজুমদার বসিয়া রহিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কার্য্যে এখন এখানে আসিয়াছ তাহাতে মজুমদার কহিলেন মহারাজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন কিছু কালের জন্যে বিদায় করুন। ইহাতেই রাজা মানসিংহ কহিলেন মজুমদার নিজ বাটীতে যাইবা মজুমদার নিবেদন করিলেন যেমন আজ্ঞা হয় রাজা মানসিংহ বহুবিধ রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট তুষ্ট করিয়া মজুমদারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শুভ লগ্নে তরণি যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার বাটীর নিকট আসিয়া নিজালয়ে দূত প্রেরণ করিয়া সম্বাদ দিয়া পশ্চাৎ আপনি উপস্থিত হইলেন। যাবদীয় লোক শ্রবণ করিলেন যে রায় মজুমদার

বাণ্ডয়ান পরগণা জমিদারী করিয়া আসিয়াছেন ইহাতে যাবদীয় মনুষ্য হর্ষ হইয়া ভেটের সামগ্রী লইয়া সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেক। সকলেরি মহা আনন্দ হইল রায় মজুমদার যে যেমন মনুষ্য তাঁহাকে তেমনি সমাদর করিয়া শিষ্টাচার করিলেন এবং প্রজারদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া সকল মনুষ্যকে জমিদারীর পত্র দেখাইলেন। পশ্চাৎ আত্মগৃহে গমন করিয়া পুরমধ্যে উত্তম স্থানে কিঞ্চিৎকাল বসিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া মধুর বাক্যে নিজ পরিবারের তোষ জন্মাইয়া দিব্য আসনে বসিলেন। রায় মজুমদারের পত্নী লক্ষ্মীর আগমনের যাবদীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া রায় মজুমদার বিবেচনা করিলেন লক্ষ্মীর কৃপায় আমার সকল সম্পত্তি। মহানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া ঝাঁপী দর্শন করিয়া প্রণামানন্তর বহুবিধ স্তব করিলেন এবং সহস্রমুদ্রা ব্যয় করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মী পূজা করিলেন এবং রাজকীয় ব্যাপার করিতে প্রবর্ত্ত সকল প্রজা মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লাগিল। কিছু কালানন্তরে ভবানন্দ রায় মজুমদারের তিন পুত্র হইল জ্যেষ্ঠের নাম রাখিলেন গোপাল মধ্যমের নাম গোবিন্দ কনিষ্ঠের নাম শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁরদিগের মধ্যে গোপাল রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। কতক কালানন্তরে রায় মজুমদার তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন কালক্রমে গোপাল রায়ের পুত্র হইল নাম রাখিলেন রাঘব রায় ভবানন্দ রায় পৌত্র দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন এ পৌত্র অতি প্রধান মনুষ্য হইবেক সর্ব্ব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। পৌত্রোৎসবে মহতী ঘটা করিয়া পশ্চাৎ ভ্রাতা সুবুদ্ধি রায় ও হরিবল্লভ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারী করিয়া দিয়া সংসারহইতে বিরত হইলেন। পরে গোপাল রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল যাপ-

করেন কিছু কাল পরে গোপাল রায় ভ্রাতা গোবিন্দ রায় ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারী দিয়া ঈশ্বর ভজন কারণ বিষয়ত্যাগী হইলেন। পরে রাঘব রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে গুণবান্ অতিবড় দাতা সর্ব্বদা যাবদীয় প্রজার প্রতিপালনে মতিমান সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত দান ধ্যান যোগ সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ সকল লোকের নিকট মহৎ সুখ্যাত্যাপন্ন জমিদারীর বাহুল্য হইতে লাগিল মনেং বিচার করিয়া স্থির করিলেন আমি রাজধানীতে গমন করিব শুভ দিন স্থির করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন সম্রাটের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মমানের গৌরব যথেষ্ট জন্মাইলেন। সম্রাটের রাজা রাঘব রায়ের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন এ বড় মনুষ্য ইহাঁকে রাজা করি। পরে অনেক ভুমির কর্ত্তা করিয়া রাজপ্রসাদ দিয়া উপাধি রাখিলেন রাঘব রায় মহারাজ সেইঅবধি খ্যাতি হইল মহারাজ পরে মহারাজ আত্মরাজধানীতে আগমন করিয়া রাজত্বের বাহুল্য করিয়া কাল যাপন করেন। সময়ক্রমে এক পুত্র হইল তাঁহার নাম রাখিলেন রুদ্র রায় পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ কালানন্তরে রুদ্র রায়কে রাজ্য দিয়া ঈশ্বরে মনোর্পণ করিলেন।

রুদ্র রায় মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল যাপন করেন এক দিবস পাত্র মিত্র সকলকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা সকলে মাটীয়ারি পরগণায় যাইয়া অপুর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা করহ আমি সেই স্থানে বাস করিব সকলেই কহিলেন উপযুক্ত স্থান বটে এই পরামর্শ স্থির করিয়া প্রধানং চাকর অগ্রে গমন করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। পরে রুদ্র রায় মহারাজ সপরিবারে মাটীয়ারির বাটী যাইয়া বসতি করিলেন অদ্যাপি এ সকল স্থান বর্ত্তমান আছে। পরে সময়ক্রমে রুদ্র রায় মহারাজার তিন পুত্র হইল জ্যে-

ষ্ঠের নাম রামচন্দ্র মধ্যম রামকৃষ্ণ কনিষ্ঠ রামজীবন। রামচন্দ্র মহারাজ অতিবড় বলবান রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বলক্রমে অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের ভূমি লইয়া আপন রাজ্য অধিক করিলেন রামচন্দ্র মহারাজ অবর্ত্তমানে রামকৃষ্ণ রাজা হইলেন এই কালীন ঢাকার সুবা হইলেন মুরসদালিখাঁ ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্ম নামে এক অপূর্ব্ব নগর বসাইয়া নাম রাখিলেন মুরসিদাবাদ এই নগরে রাজধানী করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ পরম ধার্ম্মিক এবং সুবার নিকট যথেষ্ট মর্য্যাদান্বিত যে রাজকর পূর্ব্বে নিয়মিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প করিয়া যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া রাজ্যের বাহুল্য করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারী করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন তাঁহার অবর্ত্তমানে রামজীবন রায় রাজা হইলেন।

রামজীবন রায় মহারাজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া রাজা রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন সেই স্থানে রাজধানী করিলেন। রামজীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত রাজ্য অতিশয় শাসিত করিয়া এই রূপে কাল ক্ষেপণ করেন। সময়ক্রমে মহারাজার দুই পুত্র হইল জ্যেষ্ঠ রঘুরাম কনিষ্ঠ রামগোপাল কিছু কালানন্তরে রঘুরাম রায় রাজা হইলেন রঘুরাম রায় মহারাজ অতিবড় দাতা পুণ্যবান পরম সুখে কাল যাপন করেন রাজা রাণীর অধিক বয়ঃক্রম হইল পুত্র না হওয়াতে সর্ব্বদা খেদিত থাকেন এক দিবস মনে২ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন ঈশ্বরের আরাধনাব্যতিরেকে উত্তম রত্ন লাভ হয় না অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি তবে ঈশ্বর অবশ্য পুত্র দিবেন রাজা রাণী ইহাই স্থির করিয়া আরাধনার নিয়ম করিলেন অতিপ্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানানন্তর ঈশ্বরের মহতী

পূজা করিয়া সূর্য্য দৃষ্টি করিয়া রাজা রাণী প্রত্যহ ঈশ্বরের তপস্যা করেন এই রূপে এক বৎসর গত হইল রাজা রাণীর তপস্যাতে সকল লোকের চমৎকার বোধ হইয়া বিস্তরং প্রশংসা করিলেক আরাধনার নিয়ম এক বৎসর। তাহা পূর্ণ হইলে মহতী ঘটা করিয়া যজ্ঞ করিলেন কিঞ্চিৎকাল পরে এক দিবস রাত্রে রাজা রঘুরাম রাণীর সহিত অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন রজনী শেষে রাণী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য হইয়া রাজাকে গাত্রোত্থান করাইলেন রাজার চৈতন্য হইলে পর নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ রাণী কহিলেন আমি নিদ্রায় ছিলাম এক জন অপূর্ব্ব পুরুষ আসিয়া আমাকে কহিলেন আমি তোমার পুত্র হইব আমাহইতে তোমরা অনেক সুখী হইবা এবং যাবদীয় লোক তোমাকে সুবর্ণগর্ব্ভা কহিবেক যে হেতু আমাকে প্রসব হইবা। আমি কহিলাম আপনি কে তাহাতে কহিলেন তোমরা যাঁহার আরাধনা করিয়াছিলা আমি তাঁহার অনুগৃহীত তোমার পুত্র হইতে আমাকে আজ্ঞা হইয়াছে ইহাই বলিয়া অতিক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহানন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন তোমার অপূর্ব্ব বালক হইবেক অদ্য তোমার গর্ব্ভাধান হইল এ কথা অন্যকে কহিবা না। কিঞ্চিৎকাল পরে রণীর গর্ব্ভ প্রচার হওনে পাত্র মিত্র আত্মীয় বর্গের সমূহ আনন্দ হইল দিনেং নানা প্রকার উৎসাহ হইতেছে সময়ক্রমে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল এই সম্বাদ রাজা শুনিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এমত পণ্ডিতগণকে লইয়া রাজা অন্তঃপুরের নিকটে বসিলেন যাবদীয় প্রধানং ভৃত্যেরা সদা সাবধানে আছে

যখন যাহাকে যে আজ্ঞা হইবেক তৎক্ষণেতে সে কার্য্য করিবেক ইতিমধ্যে শুভ ক্ষণে শুভ লগ্নে অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল পুত্রের রূপে পুরী চন্দ্রের ন্যায় আলো করিল রাজপুরে জয়২ ধ্বনি হইবামাত্র অট্টালিকার উপরে বাদ্যোদ্যম শঙ্খ ঘণ্টা ঘড়ি তূরী ভেরী ঝাঁঝরী রামশিঙ্গা ঢক্কা ঢোল দামামা এবং বীণা মৃদঙ্গ কাংস্য করতাল রামবেণী প্রভৃতি নানা যন্ত্রের বাদ্যে কোলাহল শব্দ নগরস্থ রমণীরা রাজপুরে আসিয়া হুলুং ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল রাজা পরমাহ্লাদে শতং সুবর্ণ একং ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ আতুরে এবং খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন যাবদীয় নগরস্থ লোকেরদিগের সন্তোষের সীমা নাই কিঞ্চিৎকালপরে পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবদীয নগরের লোকের বাটীতে মৎস্য ও দধি এবং সন্দেশ ভারেং প্রদান কর। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রাজার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ অন্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গেরদিগেরও বাসনা রাজপুত্র দেখে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্ত্তব্য বটে রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন পশ্চাৎ দাসীরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন পাত্রপ্রভৃতি যাবদীয় ভৃত্যেরা রাজপুত্র দর্শন করিতে আসিতেছে সকলকে দেখাও। দাসীরা রাজপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া যাবদীয় প্রধানং ভৃত্যেরদিগকে দেখাইল। পরে সকলেই অন্তঃপুরহইতে আগমন করিয়া রাজসভাতে বসিলেন সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন পরে জ্যোতির্ব্বি ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ব্ব বালক হইয়াছে রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন মহারাজ এই যে রাজপুত্র হইয়াছেন ইঁহার দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক

সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্ম্মাত্মা হইবেন সকল লোক ইহাঁর অতিশয় যশ ঘুষিবেক মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন। মহারাজ ইহাঁর গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক রাজা জ্যোতিষি ভট্টাচার্য্যেরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হই- লেন কিছু কালানন্তরে নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবর্ত্ত হইল দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই নগ- রস্থ লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই এই রূপে কাল- ক্ষেপণ করেন। রাজপুত্র দিনে২ চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাই- তেছেন নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন শ্রুতিধর যখন যাহা শুনেন তৎক্ষ- ণাৎ অভ্যাস হয় সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে বাঙ্গালা ও পারস্য শাস্ত্রেও পণ্ডিত হইয়া অস্ত্রবিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইয়া অল্প দিনেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন রাজারদিগের যেমন নীতিবর্ত্ম আছে তাহা শিক্ষা করিলেন অল্প কালের মধ্যে সকল বি- ষয়ের পারগ হইলেন। রাজা রঘুরাম রায় দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত হইলেন অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজা করিয়া আমি ঈশ্বরস্থানে যাইয়া নিজ কর্ম্মের সাধন করি ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া সকল সভাসদ জনেরদিগ- কে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশে পরম সুন্দরী কন্যা স্থির কর আমি রাজপুত্রের বিবাহ ত্বরায় দিব সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল। পরে অনেকে কন্যার অন্বেষণ করিতে লাগিল শত২ স্থানে লোক প্রেরিত হইল পরে সকলের বিবেচনায় উত্তম বংশে পরম সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বি- বাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন রাঢ় গৌড় বঙ্গনিবাসি

যাবদীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধানং মনুষ্য নিমন্ত্রণ করিলেন বিবাহের দিবস ফাল্গুণ মাসে স্থির হইল যাবদীয় মনুষ্যের কারণ নানা স্থানে ভাণ্ডার হইল প্রতি ভাণ্ডারে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি প্রকার সামগ্রী পরিপুর্ণ এবং যে যেমন মনুষ্য তাহারি মত থাকনের স্থান নির্ম্মাণ হইল রাজধানীতে যাবৎ দেশায় লোক আগমন করিতে লাগিল। রাজা আত্মজনেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন তোমরা সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবা বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে যেন কেহ অভুক্ত না থাকে যে যত লয় তাহাই দিবা রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা স্বং কার্য্যে সদা সাবধানে আছে পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আপনি প্রত্যেক রাজার নিকটস্থ হইয়া সমাদরপুর্ব্বক উত্তমালয়ে থাকনের স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত মনুষ্য রাজগণের নিকটে নিয়োজিত করিলেন যে যেমন রাজা সেইরূপ সমাদর করেন এবং সামগ্রীর আয়োজন করিয়া প্রেরিত করিলেন। পরে রাজা রঘুরাম নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে অতিবিস্তর লোক আসিয়াছে এত লোকের খাদ্য সামগ্রী কি প্রকারে ভৃত্যেরা দিতে পারিবেক অতএব নগরস্থ যাবদীয় খাদ্য সামগ্রীর দোকান আছে ইহাই আমি ক্রয় করিয়া সকলকে অনুমতি করি যে যত লয় তাহা দেয় ইহা মনে স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যেরূপ লোক আসিয়াছে ইহাতে কেহ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিয়া যশ লইতে পারিবে না কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে তবে বড় অখ্যাতি অতএব নগরে যত আহারের দ্রব্যের মহাজন লোক আছে তাহারদিগকে কহ যে যত চাহে তাহাকে তত দেয় এবং যে আপনি লয় তাহাকে বারণ না করে লোক সকল আপনং স্বেচ্ছা মত দ্রব্য

লউক পরে মহাজনেরদিগের লিপিমত টাকা দেওয়া যাই-
বেক আর ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোককে কহ যে যত চাহে
তাহার দশগুণ করিয়া সামগ্রী দেয় এবং তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ
করিবা যেন কেহ দুঃখ না পায়। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া
স্বীকার করিলেন অসংখ্য মনুষ্যের আগমন হইয়াছে কো-
লাহলে নগরের লোক বধির হইল নগরের শোভার সীমা
নাই সহস্রং পতাকা রক্ত পীত শুভ্র নীল ইত্যাদি উড্ডীয়-
মানা নানা জাতীয় বাদ্যোদ্যম রাজপুরে মহামহোৎসব অন্য
রাজগণ দর্শন করিয়া ধন্যং করিতেছেন। আর অনেক
পণ্ডিত লোক আগমন করিয়া স্বং স্থানে কাল ক্ষেপণ করি-
তেছেন। রাজপুরে প্রত্যহ অপূর্ব্ব সভা হয় যাবদীয় রাজ
গণ এবং পণ্ডিতগণ এবং প্রধান মনুষ্য সকলেই রাজ
সভায় গমন করিয়া স্বং স্থানে উপবিষ্ট হন। নর্ত্তক নর্ত্তকী
শতং আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্য শ্রবণ করায় এইরূপ প্রত্যহ।
লগ্নক্রমে মহতী ঘটাপূর্ব্বক রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হই-
ল। পরে মহারাজ রঘুরাম রায় অনাহূত যে সকল লোক
আসিয়াছিল তাহারদিগকে মনোনীত ধন দিয়া বিদায় ক-
রিলেন সকলে সুখ্যাতি করিয়া আপনং দেশে গমন করি-
ল। পরে রাজগণেরদিগকে উপযুক্ত মর্য্যাদা করিয়া বিদায়
করিলেন পণ্ডিতেরদিগকে এবং প্রধানং মনুষ্যেরদিগকে
যে যেমন পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক মর্য্যাদা করিয়া বিদায় ক
রিলেন সকলেই সুখ্যাতি করিলেক যশে দিগমণ্ডল পরিপূর্ণ
হইল এইপ্রকার মহতী ঘটা করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্র
রায়ের বিবাহ দিলেন। রাজারাণী পুত্র এবং পুত্রবধূ
প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন এই
রূপে কিঞ্চিৎকাল যায় পরে মহারাজ রঘুরাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র
রায়কে রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া আপনি ঈশ্বর ভজনে প্রবর্ত্ত

হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রমত প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন রাজ্যের লোকেরদিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজং কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কালক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই তখন রাজধানী মুরসিদাবাদে নওয়াব সাহেবের নিকট মহারাজার অত্যন্ত সম্ভ্রম সর্ব্ব প্রকারে মহারাজ চক্রবর্ত্তির ন্যায় ব্যবহার।

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজারা আরং প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন আমি অতি বৃহদ্যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধানং পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমনং আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব পাত্রের বাক্যে ভট্টাচার্য্যেরদিগের আগমনার্থ রাজা সর্ব্বত্র লিপি প্রেরিত করিলেন। প্রধানং পণ্ডিতেরা রাজপত্র প্রাপ্ত হইয়া মহাহর্ষে রাজধানী কৃষ্ণনগরে আগমন করিলেন।

পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধানং পণ্ডিতেরা আমার আহ্বানানুসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেকং পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাঁহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী দেহ যেন কোনমতে ব্যামোহ না পান। পাত্র রাজ আজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামগ্রী যথেষ্টরূপ দিলেন। পর দিবস রাজা সভা করিয়া

পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিলেন পণ্ডিতেরা নিকটে আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভোপবেশনপূর্ব্বক নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। বিচারানন্তর পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন আমারদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা কহিলেন আমি বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব। অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব আর কিরূপ করিলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি হইবেক এই বাক্য ধীরবর্গেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন এ অপূর্ব্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমনপূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে সভায় বসিলেন পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করিয়াছেন পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালীন করিব কি পৃথক্ং করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন এবং কত ব্যয়ে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাও আজ্ঞা করুন পণ্ডিতেরা কহিলেন রাজার যজ্ঞ ব্যয়ের বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যেং সামগ্রীর আবশ্যক তাহা লিপি করিয়া দিই রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন পরে পণ্ডিতেরা রাজসভাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর ফর্দ্দ করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যেং দ্রব্য যজ্ঞেতে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরার্দ্ধ করিয়া দেখিলেন বিংশতি লক্ষ টাকা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া

সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন।

পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় গৌড় কাশী দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীরপ্রভৃতি দেশহ যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইলেই তাবৎ দেশীয় ধীরবর্গ সমাগত হইলেন রাজা অতিশয় ঘটাপুর্ব্বক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতোষ জন্মাইলেন রাজার সুখ্যাতির সীমা নাই যাবদীয় পণ্ডিতেরা রাজার নাম রাখিলেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই নাম মহারাজ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন পশ্চাৎ যাবদ্দেশীয় পণ্ডিতেরদিগকে বহুবিধ ধন প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া মনের হর্ষে রাজ্য করেন রাজ্য শাসিত হইলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাইলেন প্রজাসকলের যথেষ্ট আহ্লাদ কোনরূপে ব্যামোহ নাই এইরূপে কালক্ষেপণ করেন।

এক দিবস অন্তঃকরণে হইল মৃগয়ার্থ যাইব পরে ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন আমি মৃগয়া করিতে যাইব তোমরা সসজ্জ হও আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্য স্থান চারি দিগে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে২ অনেক পশু পক্ষী আছে নানা প্রকার শব্দ হইতেছে রাজা স্থান নিরীক্ষণ করিলেন এ অপুর্ব্বস্থান আমি এইস্থানে কিছু দিন বিশ্রাম করিব। রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান করিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের স্থান

নিরূপণ করিয়া সকলেই সেই স্থানে বাস করেন। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি এইস্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে অপূর্ব্বা এক পুরী প্রস্তুতা কর যেন কোনরূপে কেহ নিন্দা না করে। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ রাজধানীতে গমন করুন আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই পশ্চাৎ প্রস্তুতা হইলেই মহারাজ আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজা রাজধানীতে গমন করিলেন পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন চারি দিগে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণ দিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ এবং সৈন্যের বাসোপযুক্ত স্থান করিলেন বড়ং কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন যে হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যাগার তৎপরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তন্মধ্যে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘণ্টা তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরেরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তন্মধ্যে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রিরা বাদ্যোদ্যম করিবেক। পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণ দ্বারি এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তন্মধ্যে ভৃত্যেরা থাকিবে পরে এক চতুঃসীমা তন্মধ্যে ঈশ্বরের আলয় অপূর্ব্ব রম্য স্থান সহস্রং লোকে দর্শন করিতে পারে পরে অপূর্ব্ব এই পুরী তন্মধ্যে মহারাজার বিরাজ করণের স্থান চারি দিগে অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতিবৃহৎ বাটী নানা স্থানে নানা প্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পো-

দ্যান চতুর্দ্দিগে প্রাচীর মহারাণীপ্রভৃতি পুষ্পোদ্যানে গমন করিতে পারেন পুষ্পোদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্প তন্মধ্য স্থানে এক অট্টালিকা তাহাতে বসিয়া রাণী নর্ত্তকীরদিগের নৃত্য দর্শন এবং গীত বাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিম দিগের যে পথ সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মশালা সেখানে অন্ধ আতুর পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক যাহার যে স্বেচ্ছা আহারের দ্রব্য পাইবেক ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দ্রব্য রাখিলেন।

পরে পূর্ব্ব দিগে এক অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান তাহার মধ্য স্থানে অট্টালিকা এবং নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প এই পুষ্পোদ্যানের পর যাবদীয় মহারাজার জ্ঞাতি এবং কুটুম্বেরদিগের পৃথক্ং অট্টালিকাময়ী বাটী প্রত্যেক বাটীতে দেবালয় এইরূপ অনেক প্রকার বাহুল্য করিয়া বাটী প্রস্তুতা করিলেন। পরে পাত্র বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাজকে সম্বাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুতা হইয়াছে। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকল পুরী দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপ্রসাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অধ্যাপকেরদিগের স্থান করিয়াছ পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজের যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে তাহারি নিকটে স্থান আছে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি রাজা কহিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত কর রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক্ং পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন সেই সকল পাঠশালায় প্রধানং পণ্ডিতেরা বাস করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন এবং নানা দেশীয় গুণবান লোক আসিয়া গুণ শিক্ষা করান এবং করেন রাজা শুভক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন আহ্লাদের সীমা নাই। পুরীর নাম শিবনিবাস নদীর নাম কঙ্কণা রাখিলেন পুরবাসী যাবদীয় মনু-

যেরূপ মহাসুখে সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস্যেতে কালক্ষেপণ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান ঈশ্বরের আরাধনা করেন এইরূপে মহারাজ বসতি করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। মধ্যে২ রাজা মুরশিদাবাদে গমনপূর্ব্বক নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচার করেন এবং নানা জাতীয় ভেটের দ্রব্য নবাবকে দেন তখন নবাব আলাবৃদ্দিখাঁ অতিবড় ধর্ম্মাত্মা সকলের প্রতি দয়ালু পুণ্যশীল সকল রাজারা রাজকর নবাবকে দিয়া সুখেতে কালক্ষেপণ করিতেছেন রাজ্যোৎপাত কাহার নাই যে যেমন মনুষ্য তাহার প্রতি সেইরূপ নবাবের কৃপা কিন্তু নবাব সাহেবের পুত্র নাই এক কন্যা কন্যার প্রতি নবাব সাহেবের অতিশয় স্নেহ। কিছু কালানন্তরে নবাব সাহেবের এক দৌহিত্র হইল নাম রাখিলেন স্রাজের-দৌলা নবাব সাহেবের বাসনা দৌহিত্র সর্ব্বদাই নিকটে থাকে এইরূপে কিছু কাল যায় স্রাজেরদৌলা অতিবড় দুর্বৃত্ত হইলেন যাহা মনে আইসে তাহাই করেন কেহ বারণ করিতে পারে না নবাব সাহেবের পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র এবং আর২ প্রধান২ চাকর অনেক আছে সকলেই ঐক্য হইয়া নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন স্রাজেরদৌলা অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন আপনি ইহার কোন উপায় করুন তার পর নবাব সাহেব স্রাজেরদৌলাকে ডাকাইয়া কহিলেন তুমি যাবদীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য কর এ অতিমন্দ কর্ম্ম সাবধান কদাচ মন্দ ক্রিয়া করিও না এইরূপ শাসিত করণে স্রাজেরদৌলা প্রধান পাত্রগণেরদিগকে আহ্বান করিয়া দমন করিলেন আমি যে কার্য্য করি তাহা যদি নবাব সাহেবের কর্ণগোচর হয় তবে তোমারদিগের উচিত দণ্ড করিব এবং এ কথা নবাব সাহেবের নিকট তোমরা কহিয়াছ যদি আমার নবাবি হয় তবে ইহার প্রতিফল সু-

ন্দরমতে দিব। প্রধানং ভৃত্যেরা মহাশঙ্কান্বিত হইয়া নীরব হইলেন অনন্তর স্রাজেরদৌলা নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেন নদী দিয়া নৌকা যায় সে নৌকা ডুবায় মনুষ্য সকল ডুবে মরে ইহাই দেখে এবং যাহার আলয়ে শুনে পরমসুন্দরী কন্যা আছে বলক্রমে সেই কন্যা হরণ করে ও গর্ব্ভিণী স্ত্রী আনিয়া উদর চিরিয়া দেখে কোন খানে সন্তান থাকে এইরূপ অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল পরস্পর বিবেচনা করিলেন এ দেশে আর থাকা পরামর্শ নহে নগরস্থ লোক সকল মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল হাহাকার শব্দ উঠিল সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে আরাধনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল যে এ দেশে যবন অধিকারী না থাকে। কিছু দিন যায় নবাব আলাবৃদ্দির লোকান্তর হইলে স্রাজেরদৌলা নবাব হইলেন যাবদীয় প্রধানং ভৃত্যবর্গেরা ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন আপনি এখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন যাহাতে রাজ্যের লোক সুখী হয় তাহা করিবেন ঈশ্বর আপনকারে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজ্য করিতে পারিবেন এই প্রকার পাত্র মিত্র লোকে সর্ব্বদা বুঝান কিন্তু তিনি দুষ্ট প্রকৃতি ত্যাগ ও উত্তম বাক্য শ্রবণ করেন না. সকল লোক এবং প্রধানং চাকরেরা বিবেচনা করিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব থাকিলে কাহারো কল্যাণ নাই অতএব কি হইবে কোথা যাব ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না পরে যাবৎ দেশীয় রাজা ঐক্য হইয়া নবাবের প্রধান পাত্র মহারাজ মহেন্দ্রকে নিবেদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজবর্গ এইং বর্দ্ধমানের রাজা ও নবদ্বীপের রাজা দিনাজপুরের রাজা বিষ্ণুপুরের রাজা মেদিনীপুরের রাজা বীরভূমের

রাজা ইত্যাদি করিয়া সকল রাজগণ প্রধান পাত্রের নিকট যাত্রা করিয়া সুরাজেরদৌলার দৌরাত্ম্য নিবেদন করিলেন মহারাজমহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিয়া স্বং রাজ্যে প্রেরিত করিলেন।

পরে যাবদীয় মন্ত্রিরা নবাব সুরাজেরদৌলার নীতি শিক্ষা করান যত উত্তম কথা কহেন সুরাজেরদৌলা ততোধিক মন্দ করে। পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজা রামনারায়ণ রাজা রাজবল্লভ রাজা কৃষ্ণদাস ও মীর জাফরালিখাঁ এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগৎসেট মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎসেটের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা কহি তাহা আপনারা শ্রবণ করুন আমরা এ দেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্যরূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন ইহাঁর নিকট মানের লঘুতা দিনং হইতে লাগিল আর সকল লোকের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং বুঝাই-লাম তাহা কদাচ শুনে না আর দৌরাত্ম্য করে অতএব ইহার উপায় কি সকলে বিবেচনা করুন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করাইয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এ পরা-মর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাদসাহ জবন তিনি আর এক জন নবাব দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থা-কিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না এইরূপ কথোপকথন হুরি কিছুই হয় না শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে জবন দূর হয় তাহার চেষ্টা করহ ইহাতে জগৎসেট কহিলেন এক

কার্য্য কর নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় বুদ্ধিমান তাঁহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আইলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহাহর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন সর্ব্বদা আনন্দিত পুরবাসিরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত নানা দেশীয় গুণবান ব্যক্তি আসিয়া রাজসভায় বসিয়া গুণের পরীক্ষা দিতেছেন পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহৃত রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এই প্রকার প্রত্যহ হইতেছে দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সভা সকলেই মহারাজকে প্রশংসা করে দিন২ রাজ্যের বাহুল্য এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে রাজার পাঁচ পুত্র কোন অংশে ত্রুটি নাই যাবদীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে কিন্তু নবাব সুরাজেরদৌলা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইয়াছে মহারাজ চিন্তান্বিত আছেন দেশাধিকারী দুরন্ত কখন কি করে মধ্যে২ পণ্ডিতেরদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন দেখ দেশাধিকারী অতি দুর্বৃত্ত আপনারা সকলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন যে দুষ্ট অধিকারী এ দেশে না থাকে কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবা কদাচ প্রচার না হয় এইরূপে নিজ রাজ্যে বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে মুরশিদাবাদহইতে পত্র লইয়া দূত রাজপুরে উপস্থিত হইল দ্বারী কহিল তুমি কে কোথাহইতে আইলা দূত আত্মপরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজকে সম্বাদ দেহ পরে যেমন আজ্ঞা করিবেন সেইমত কার্য্য করিও দূতের বাক্যক্রমে দ্বারী মহারাজকে নিবেদন করিল মহারাজ মুরশিদাবাদহইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছে রাজা দ্বারির বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন দূতকে তোমার নিকটে

রাখ পত্র আনহ দ্বারী অতিশীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আত্ম-স্থানে বসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিল রাজা সভা ত্যাগ করিয়া গোপনে বসিয়া পত্র পাঠ করিয়া যাবদীয় সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন বিস্তারিত সম্বাদ জ্ঞাত হইয়া হর্ষ বিষাদ দুই হইল হর্ষ হইল যাবদীয় পাত্র মিত্র ও প্রধানং মন্ত্রিরা একত্র হইয়াছেন অতএব বুঝি অধিকারের ভাল হইবেক বিষাদ হইল নবাব অতি দুরন্ত যদি এ সকল কথা প্রকাশ হয় তবে জাতি প্রাণ যাইবে এইরূপে মনোমধ্যে বি-বেচনা করিতে লাগিলেন প্রচার কিছু করিলেন না কোন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন যে দূত আসিয়াছে তাহাকে হাজার টাকা দেও আর খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট করিয়া দেও।

পরে রজনীতে আত্মীয়বর্গের সহিত বসিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া অতি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সকলকে পত্রার্থ জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমরা বিবেচনা কর ইহার কি কর্ত্তব্য নবাবের প্রধান পাত্র লিখিয়াছেন শীঘ্র মুরশিদাবা-দে যাইতে এবং নবাবের দৌরাত্ম্যক্রমে সকল প্রধানং মন্ত্রিরা ঐক্য হইয়া আমাকে আজ্ঞা লিপি লিখিয়াছেন আমি সেস্থানে যাইলে যে হয় বিবেচনা করিবেন অতএব মহতী বিপৎ উপস্থিত ইহার যে সৎপরামর্শ তাহা তোমরা কহ সকলেই নিঃশব্দ কাহারো মুখে বাক্য নাই ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ দেশাধিকারির বি-ষয়ে অতি সাবধানপুর্ব্বক বিবেচনা করিতে হইবে। রাজা কহিলেন কি বিবেচনা করা যায় পাত্র নিবেদন করিলেন অগ্রে মহারাজ গমন না করিয়া আমি অগ্রে গমন করি সে-খানকার সমস্ত প্রকরণ জ্ঞাত হইয়া ভৃত্য যেমন নিবেদন লিখিবে সেইরূপ কার্য্য করিবেন হঠাৎ মহারাজার যাও-য়া পরামর্শ হয় না এই কথা পাত্র কহিলে পর আরং

মন্ত্রিরা কহিল মহারাজ এই কর্ত্তব্য এই পরামর্শ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎকালের পর পাত্রকে প্রেরিত করিলেন তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কালীপ্রসাদ সিংহ।

কালীপ্রসাদ সিংহ মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজার এ বাটীতে থাকিয়া মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন আমারদিগের মহারাজাকে নিকট আসিতে আজ্ঞাপত্র গিয়াছিল পত্র পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আগমনের দিন স্থির করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়া হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেন এ নিমিত্ত আমাকে নিকটে পাঠাইয়াছেন এবং ভেটের কিঞ্চিৎ দ্রব্যও পাঠাইয়াছেন দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক। মহারাজ মহেন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন তুমি অদ্য রজনীতে আসিবে বিশেষ কার্য্য আছে কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন। পরে রজনীযোগে মহারাজার রাজবাটীতে আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে সম্বাদ দেওয়াইলেন মহারাজ মহেন্দ্র শ্রবণ করিলেন কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়াছেন আরং যত মনুষ্য নিকটে ছিল তাহারদিগকে কহিলেন অদ্য তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ কর্ম্ম আছে আরং যত লোক সভায় ছিল সকলে বিদায় হইয়া গেল। পরে কালীপ্রসাদ সিংহকে আনিতে অনুমতি দিলেন কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়া নমস্কার করিয়া নিকটে বসিয়া নিবেদন করিলেন কি জন্যে আমার মহারাজাকে আনিতে আজ্ঞাপত্র গিয়াছিল তাহাতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আমারদিগের দেশাধিকারির প্রকরণ সমস্তই শুনিতেছ এ নবাব থাকিলে কাহারো জাতি প্রাণ থাকিবেক না। অতএব তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও অতি-

বড় বুদ্ধিমান অতএব তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার কোন উপায় চেষ্টা পাওয়া যায় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন মহারাজ যেং আজ্ঞা করিলেন সকলি প্রমাণ কিন্তু রাজ্যকর্ত্তা অতি-দুর্ব্বৃত্ত সাবধানে এ সকল পরামর্শ করিবেন আমার মহারা-জাও সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন অতএব নিবেদন করি যদি মহারাজারদিগের সকলের ঐক্য বাক্য হইয়াছে তবে অবশ্য ইহার উপায় হইবেক কিন্তু জবন দমন না করিয়া যদি এ রূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করেন তবে কাহারু জাতি প্রাণ থাকিবে না এবং জবন অধিকারী না হইয়া অন্য কোন দেশীয় মনুষ্য দেশাধিকারী হন তাহা হইলে সকল মঙ্গল হইবে মহারাজ মহেন্দ্র উত্তর করিলেন এই রূপ আ-মারদিগের বাসনা এই নিমিত্তে তোমার রাজাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম তিনি শারীরিক পীড়িত হইয়াছেন অতএব তুমি শীঘ্র বিদায় হও যাহাতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন তাহা করিবা আর এ স্থানে গৌণ করিও না। কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন এ স্থানে আসিয়া নবাব সাহেবের সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া যাই আর যদি দুষ্টলোকে নবাব গোচরে সমাচার কহে তবে নবা-বের উষ্মা হইবেক আর নবাবের আজ্ঞাব্যতিরেকে এ শহ-রে আমার মহারাজ আসিতে পারেন না। অতএব নিবেদন করি আমাকে নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করান আমি নবাবের গোচরে নিবেদন করিব আমার মহারাজার এক-বার শ্রীযুক্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত বাসনা এবং আরং যে বিশেষ নিবেদন আছে তাহা সাক্ষাতে নিবেদন করেন এইরূপ করিয়া নবাব সাহেবের মত করিয়া শেষে মহারাজ এখানে আইলে ভাল হয় মহারাজ কর্ত্তা ইহাতে

যেমত আজ্ঞা করেন তাহাই করি মহারাজ মহেন্দ্র শুনিয়া কহিলেন উত্তম কহিয়াছ কল্য তোমাকে নবাব সাহেবের গোচরে লইয়া যাইব তুমি অতিপ্রাতে প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আসিবা কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বাসায় বিদায় হইলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ ভেটের নানা জাতীয় আয়োজন করিলেন প্রাতে ভেটের সামগ্রী লইয়া মহারাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন মহারাজ মহেন্দ্রের চতুর্দ্দোল প্রস্তুত হইল কিঞ্চিৎপরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদ সিংহ নবাব সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অগ্রে মহারাজ মহেন্দ্র নবাবের গোচরে গেলেন যেমন নিয়ম আছে সেইমত নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের সভাতে ক্ষণেক বসিলেন। পরে নবাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন নবদ্বীপের রাজা আত্মপাত্রকে প্রেরিত করিয়াছেন এবং কিঞ্চিৎ ভেটের দ্রব্য পাঠাইয়াছেন আজ্ঞা হইলেই নিকটে আইসেন নবাব সাহেব ক্ষণেক থাকিয়া কহিলেন আসিতে বল এক জন ভৃত্য গিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে নবাব সাহেবের গোচরে আনিল কালীপ্রসাদ সিংহ সহস্রং নমস্কার করিয়া ভেট দিয়া নিবেদন করিলেন অনেক দিবস আমার রাজা সাহেবকে দর্শন করেন নাই এবং আত্ম নিবেদন আছে তাহাও গোচর করেন নাই যদি অনুগ্রহ করিয়া আজ্ঞা করেন তবে দর্শন করিয়া যে আত্ম নিবেদন তাহা করেন। নবাব এ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন তখন মহারাজ মহেন্দ্র করপুটে নিবেদন করিলেন যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আসিবার কারণ নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছেন ইহাতে আসিতে আজ্ঞা হইলে ভাল হয় তখন নবাব সাহেব আজ্ঞা করিলেন ভাল রাজা কৃষ্ণ-

চন্দ্র রায়কে আমার নিকট আসিতে আজ্ঞাপত্র দেও এই বাক্যের পর কালীপ্রসাদ সিংহ অনেকং নমস্কার করিয়া নবাব সাহেবের নিকটহইতে যেখানে মহারাজা রাজকর্ম্ম করেন সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। কিঞ্চিৎপরে মহারাজ মহেন্দ্র উপস্থিত হইয়া নবাবের অনুমতি লিপি দিয়া কালী-প্রসাদ সিংহকে বিদায় করিলেন।

পরে কালীপ্রসাদ সিংহ শিবনিবাসে আসিয়া রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন মুরশিদাবাদের যাবদীয় সম্বাদ বিস্তার করিয়া কহ কালীপ্রসাদ সিংহ বি-স্তারিত করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন রাজা সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্মপাত্রকে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মানপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন ভাল দিবস স্থির কর রাজধানীতে যাইব। কিঞ্চিৎ গৌণে শুভক্ষণে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তমং মন্ত্রী লইয়া মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নবাবের যাবদীয় প্রধানং পাত্র মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই নবাবের দ্বারে উপনীত হইয়া সম্বাদ দিলেন। নবাব সাহেব শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া দণ্ডায়-মান রহিলেন ভেটের সামগ্রী নবাব সাহেব দৃষ্টি করিয়া তুষ্ট হইয়া বসিতে আজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শারী-রিক ভাল আছ রাজা করপুটে নিবেদন করিলেন সাহেবের প্রসাদাৎ সকল মঙ্গল এবং শারীরিকও মঙ্গল এইরূপ অনেক শিষ্টাচার গেল ক্ষণেক বসিয়া রাজা নিবেদন করি-লেন যদি আজ্ঞা হয় তবে বাসায় যাই অনেকং নিবেদন আছে পশ্চাৎ গোচর করিব নবাব অনুমতি দিলেন। ঐ

দিবস রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ ইহারদিগের নিকটে লোক প্রেরণ করিলেন আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও ক্রমে২ রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন। পরে জগৎসেট কহিলেন এ দেশের অত্যন্ত অপ্রতুল হইল দেশাধিকারী অতিদুরন্ত কাহারু বাক্য শুনে না দিনে২ দৌরাত্ম্য অধিক হইতেছে অতএব সকলে একবাক্যতা হইয়া বিবেচনা না করিলে কাহারু নিষ্কৃতি নাই এই কথার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা রাজদ্বারের কর্ত্তা আমরা আপনকারদিগের মতাবলম্বী যেমন২ কহিবেন সেইরূপ কার্য্য করিব। ইহাই শুনিয়া জগৎসেট কহিলেন অদ্য বাসায় যাউন আমি মহারাজা মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইব সে দিবস বিদায় হইয়া রাজা বাসায় গেলেন। পরে এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্রপ্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথা যোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত উত্তর২ দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোন ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোন মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উন্মাপ্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করি-

লাম এ সকল কার্য্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রাজব-
ল্লভ এবং জগৎসেট ও মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন ও
রাজা রামনারায়ণ কহিলেন যদ্যপি আপনি এ পরামর্শ-
হইতে ক্ষান্ত-হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্র
লোকের জাতি ও প্রাণ থাকা ভার হইল অনেকং রূপ
কহিতে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আপনারা কি প্রকার
করিবেন। তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বে এই
কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহি-
য়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাঁহাকে আ-
নাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক তিনি যেমনং পরামর্শ দিবেন
সেইমত কার্য্য করিব এইক্ষণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উপস্থিত
আছেন ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করুন যেং পরামর্শ কহেন
তাহাই শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্চাৎ করিবেন। পরে রাজা
কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি সকলই
জ্ঞাত হইয়াছেন এইক্ষণে কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান
আপনকারা আমাকে পরামর্শ দিতে যে অনুমতি করিতে
ছেন বড় আশ্চর্য্য সে যে হউক। আমার নিবেদন এই যে
আমারদিগের দেশাধিকারী যবন ইহার দৌরাত্ম্যে আপ-
নারা ব্যস্ত হইয়া প্রতিকারোপায় চিন্তা করিতেছেন। সম-
ভিব্যাহারি মীর জাফরালি খাঁ সাহেবও জাতিতে যবন অত-
এব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে
হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি যবন বটেন কিন্তু ইহাঁর
প্রকৃতি অতি উত্তম আপনি ইহাঁর প্রতি সন্দেহ করিবেন
না। পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের
উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন
এত হয় না। প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহার পরানিষ্ট

চিন্তা যৎপরোনাস্তি যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন। দ্বিতীয় বরগি আসিয়া লুঠ করে তাহাতে মনোযোগ নাই। তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করেন না অশেষ প্রকারে এ দেশে উৎপাত হইয়াছে অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের বিড়ম্বনা না হইলে এত উৎপাত হয় না। আমি একারণ অনেক২ বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি আপনারা ঈশ্বরের আরাধনা করুন যাহাতে উৎপাত বারণ হয় এবং জবন অধিকারী না থাকে আত্মজাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায় এইরূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বদাই করিতেছি। অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন নষ্ট করিবেন না কিন্তু এক সুপরামর্শ আছে যদি সকলের মত হয় তবে আমি তাহার চেষ্টা করিতে পারি। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ কহন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন আপনারা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

দেশের অধিকারী সর্ব্ব প্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতীয় ও এতদ্দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট-প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তার করিয়া কহ। রাজা কহিলেন বিলাতনিবাসী জাতিতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠী করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এদেশের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হইবে। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহারদিগের কি গুণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারদিগের গুণ এই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না অতিবড় যোদ্ধা প্রজার প্রতি যথেষ্ট দয়া এবং

অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবেরের তুল্য পরম ধার্ম্মিক অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলই একবাক্য শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণই তাঁহারদিগের আছে অতএব তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবে। এই কথার পর জগৎসেট কহিলেন তাঁহারা উত্তম বটেন আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাঁহারদিগের বাক্য আমরা বুঝিতে পারি না এবং আমারদিগের বাক্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাঁহারা কলিকাতায় কোঠী করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট তত্রস্থ ৺ কালী পূজনার্থ আমি মধ্যেং গিয়া থাকি সেই কালে ঐ কোঠীর বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতে তাঁহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি কলিকাতার বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন কিন্তু তাঁহার বাক্য আপনি কি প্রকারে বুঝেন এবং আপনকার কথাই বা তিনি কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন কলিকাতার অনেকং বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাঁহারা সকলেই ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট লোক সাহেবের চাকর তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলই কহিলেন ইহাঁরা এতদ্দেশের কর্ত্তা হইলে সকল রক্ষা পায় অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইল ইহা কোঠীর বড় সাহেবকে জ্ঞাত করাইবেন। তিনি যেমনং কহেন বিস্তারিত আমারদিগকে কহিবেন এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন যে তাঁহরা দেশাধিকারী

হইলে আমারদিগকে এ রাজ্যের প্রতুল করিবেন এবং এখন যেং কার্য্য আমারদিগের আছে তাহাই রাখিবেন। এই কথার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারা দেশাধিকারী হইবেন রাজ্যের প্রতুল রাখিলে রাজার প্রতুল হয় এ কথা আমারদের কহিতে আবশ্যক নাই তবে যে কথা কহিলেন আপনারদিগের যে কার্য্য আছে তাহাই বজায় রাখিবেন তাহার কোন সন্দেহ মহাশয়েরা করিবেন না। তাঁহারদের রাজ্য হইলে সকল লোক সুখী হইবে কিন্তু আপনারা আমারে স্থির করিয়া অনুমতি করুন। পরে সকলেই কহিলেন এই স্থির হইল আপনি গমন করুন ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্বং স্থানে গমন করিলেন।

পর দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সাহেবের নিকট আত্ম রাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া রাজধানীহইতে বিদায় হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পরে শিবনিবাসের বাটীতে পঁহুছিয়া রাজা যাবদীয় পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন আমি একবার কালীঘাটে যাত্রা করিব তোমরা প্রস্তুত হও। সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজসভাহইতে স্বং স্থানে আসিয়া রাজার যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ গৌণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে উপনীত হইয়া কিঞ্চিৎকাল পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোঠীর বড় সাহেবের নিকটে স্বীয় পাত্রকে ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন তুমি সাহেবকে নিবেদন কর কল্য আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইব। তাহাতে রাজার পাত্র আগমন পূর্ব্বক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীঘাটে আসিয়াছেন এইক্ষণে বাসনা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাহেব

আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহিবেন। সাহেবের আজ্ঞাতে পাত্রকে সমভিব্যাহার করিয়া পরদিবসে সাহেবের নিকট গত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র সাহেব যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া উপবেশনার্থ সিংহাসন প্রদান করিলেন রাজা ও সাহেব উভয় সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অনেক কথা প্রসঙ্গে হাস্য পরিহাস্যাদি করণপুর্ব্বক রাজা অনেক শিষ্টাচার করিলেন। সাহেবের প্রধান চাকর উভয়ের বাক্যই উভয়কে বুঝাইয়া দিলেন। অনেকং কথার পর রাজা কহিলেন কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবেদন আছে। সাহেব কহিলেন কি নিবেদন কহুন। রাজা মুরশিদাবাদের তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে এ রাজ্য আপনকারা রক্ষা না করিলে যাবদীয় লোক অত্যন্ত ক্লেশ পায় এবং জবনের অধিকার থাকিলে দেশ নষ্ট হয় এই কারণ নবাবের প্রধান পাত্র মিত্রগণ আপনকার নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সাহেব সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন এই সম্বাদ আমি বিলাতে লিখি তথাকার আজ্ঞা প্রাপ্তে পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া এতদ্দেশ হস্তগত করিয়া তাবৎ প্রজাকে পরম সুখে রাখিব। আপনি এই সমাচার নবাবের অমাত্যেরদিগকে লিখুন সাহেব যথেষ্ট আশ্বাস বাক্যে সম্বর্দ্ধিত করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করত এই সকল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিলেন। রাজা শিবনিবাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া নবাব সাহেবের প্রধান পাত্রকে বিস্তারিতরূপে তাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। সকলেই শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

দৈবঘটনাক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল। তদ্বৃত্তান্ত এই।

ইঙ্গরাজের বাণিজ্যের কোঠী অনেক গ্রামে ছিল যে জিনি-

সের যে রাজকর নিয়ম ছিল সেই মত নবাব সাহেব পাই-তেন। নবাব স্যাজেরদৌলা অন্তঃকরণে করিলেন ইঙ্গরাজেরা ব্যাপার বাণিজ্য অতিবিস্তর করিতে লাগিলেন। অতএব আমি এখন অধিক রাজকর লইব ইহাই বিবেচনা করিয়া প্রধানং পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন সর্ব্বত্র সম্বাদ লিখ যেখানেং ইঙ্গরাজের বাণিজ্যের কোঠী আছে সেইং স্থানে আমার যেং চাকরেরা রাজকরের নিমিত্ত আছে তাহা-রদিগের উপর এই লিখ যে সকল নিয়ম আছে তাহা অপে-ক্ষা রাজকর অধিক লয়। ইহা শুনিয়া পাত্র কহিলেন ইঙ্গরাজ সাহেবেরা বিদেশী মহাজন এ দেশে অনেক কালাবধি ব্যা-পার বাণিজ্য করেন নিয়মিত রাজকর বরাবর দেন কখন অধিক দেন নাই এখন আপনি অধিক লইবেন এ উত্তম পরা-মর্শ হয় না তবে মহাশয় কর্ত্তা যেমত আজ্ঞা হয়। এই কথায় যাবদীয় প্রধানং পাত্র মিত্রগণ সকলেই কহিলেন মহারাজ মহেন্দ্র যে কহিলেন এই উত্তম। আদ্যোপান্ত যে হইয়া আসিতেছে এখন তাহার ব্যতিক্রম করা ভাল নহে। পাত্র মিত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নবাব উষ্মান্বিত হইয়া কহিলেন তোমরা আমার চাকর আমি যেমনং কহিব সেই মত কার্য্য করিবা। তোমারদিগের বিবেচনায় কি করে পুনরায় যদি এ বিষয়েতে কেহ বাক্য কহ তবে তাহার যথেষ্ট শাস্তি করিব সকলে নিঃশব্দ হইলেন। পরে আজ্ঞা প্রমাণে যেখানেং কোঠী ছিল সেইং স্থানে চাকরের প্রতি লিখিলেন অদ্যাবধি ইঙ্গরাজ সাহেব লোকেরা যে বাণিজ্য করিতেছেন তাঁহারদিগের করের যে নিয়ম ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক লইবা। এই সমাচার পাইয়া নবাবের চাকর লোকেরা কোঠীর চাকরেরদিগের স্থানে অধিক রা-জকর লইতে উদ্যত হইল কোঠীর চাকর সমস্ত কলিকাতার

কোঠীর বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন সাহেব ঐ সকল পত্র পাইয়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন।

এই সময়ে নবাব সাহেব রাজা রাজবল্লভের উপর কোন কার্য্যের কারণ উষ্মান্বিত হইলেন কিন্তু বাহ্যে প্রকাশ করেন নাই। রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গোপনে বিবেচনা করিলেন যে নবাব সাহেব আমারদিগের উপর উষ্মা করিয়াছেন অতএব যদি আমরা এখানে থাকি তবে জাতি প্রাণ ও ধন সকল যাইবে অতএব এই সময় সপরিবারে পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহিলেন নবাবের সাক্ষাৎ থাকিলে এ সকলি সারিবে কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব সকল দেশ নবাবের। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন চল কলিকাতায় যাই সে স্থান নবাবের অধিকার নহে। ইঙ্গরাজ সাহেবেরদিগের অধিকার এবং তাঁহারদিগের গুণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিস্তারিয়া কহিয়াছেন তাহাতে আমি জ্ঞাত আছি তাঁহারা শরণাগত জনকে ত্যাগ করেন না। অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ নতুবা সকল নষ্ট হইবে এই স্থির করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়া রাজা রাজবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া কোঠীর বড় সাহেবের শরণ লইয়া বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। কোঠীর সাহেব আশ্বাস করিয়া বলিলেন তোমারদিগের কোন চিন্তা নাই কলিকাতায় থাক ইহা বলিয়া আপনার প্রধান চাকরকে কহিলেন রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জনে নবাবের শঙ্কায় পলায়ন করিয়া আমার শরণ লইয়াছে তুমি যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া উত্তম এক স্থানে রাখ। সাহেবের আজ্ঞা মতে প্রধান২ চাকর উত্তম স্থানে তাঁহারদিগকে রাখিলেন।

কিছু কাল গৌণে নবাব স্রাজেরদৌলা শ্রবণ করিলেন যে

রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সপরিবারে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় গিয়া রহিয়াছেন শুনিবামাত্র অতিক্রোধান্বিত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন। কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেবকে পত্র লিখ যে আমার চাকর রাজ-বল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখানহইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে আছে তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া আ-মার নিকটে শীঘ্র পাঠাইবে। মহারাজ মহেন্দ্র নবাব সা-হেবের আজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে রহিলেন ক্ষণেকের পর নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা তাহাই লিখিতেছি কিন্তু এক নিবেদন আছে নবাব কহিলেন কি কলিকাতার কোঠীর যে বড় সাহেব আছেন তাঁহারদিগের জাতির এক নিয়ম আছে যদি কেহ শরণাগত হয় তাহার জন্যে আপনার প্রাণ দিলেও যদি সে রক্ষা পায় তাহাও করেন এ কেবল তাঁহার-দিগের নিয়ম নহে সকলেরি শাস্ত্রে এই মত শরণাগত ত্যাগ করিলে অধর্ম্ম কিন্তু বিশেষ তাঁহারদিগের পণ প্রাণ থাকিতে শরণাগত ত্যাগ করেন না। অতএব নিবেদন করি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজবল্লভ কলিকাতায় থাকুন পশ্চাৎ কৌশল-ক্রমে আমি তাঁহাকে আনিতেছি হঠাৎ এমত লিখন যদি আপনি লিখেন আর কোঠীর বড় সাহেব রাজবল্লভকে ত্যাগ না করেন তবে বিবাদ উপস্থিত হইবেক। তাহাতে যেরূপ কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন সেই মত কার্য্য করি। নবাব শুনিয়া অধিক ক্রোধ করিয়া কহিলেন এখনি কোঠীর বড় সাহেবকে লিখ। পরে মহারাজ মহেন্দ্র মুনসি লোককে পত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়া দিলেন পত্রের বিবরণ এই।

আত্ম মঙ্গল সম্বাদ লিখিয়া লিখিলেন আমার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস এখানহইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে রহিয়াছে। অতএব ভাইজী

দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন ইহাতে কদাচ অন্যমত করিবেন না এইমত পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কোঠীর বড় সাহেব লিপি পাইয়া আপন প্রধানং পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র দেখাইলেন চাকরেরা পত্র জ্ঞাত হইয়া সাহেবকে পত্রের অর্থ জ্ঞাত করাইলেন পত্রের অর্থ শুনিয়া সাহেব হাস্য করিয়া আত্মচাকরকে আজ্ঞা করিলেন পত্রের উত্তর লিখ। নবাব সাহেবকে কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেব যে উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আত্মমঙ্গল সমাচার লিখিয়া লিখিলেন ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরম হৃষ্ট হইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনকার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে তাহার কারণ এই ভাই সাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে আমার নিকট থাকিলে ইহারা ভয়হইতে মুক্ত হইবেক। অতএব এ ক্ষুদ্র লোক ইহার প্রতি আপনকার ক্রোধ যেমন মেষের উপর সিংহের পরাক্রম অতএব আপনি এ দেশাধিকারী সকলের উপর কৃপাবলোকন করিয়া পালন করা উচিত হয়। ইহাতে যদ্যপি অল্পং অপরাধে চাকরেরদিগের উপর নিগ্রহ করেন তবে কর্ত্তার মহিমার ত্রুটি হয় আর লিখিয়াছেন দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র পাঠাইতে এ বড় আশ্চর্য্য বাক্য। শরণাগত জনকে ত্যাগ করিতে সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষেধ এবং আমারদিগের শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যথেষ্ট মন্দ অতএব কিঞ্চিৎকালের জন্যে আপনি ব্যস্ত হইবেন না আমি কৌশলক্রমে রাজবল্লভকে নিকট পাঠাইব। আর আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে তাহা দি-

তেছি হঠাৎ আপনকার চাকরেরা অধিক লইতে চাহে এ বিষয় আপনি আত্মলোকেরদিগকে বারণ করিয়া দিবেন অধিক না চাহে।

নবাব সাহেব কোঠীর সাহেবের পত্রের উত্তর জ্ঞাত হইয়া পাত্র মিত্রেগণকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠীর সাহেব যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহার শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখ পাত্র আজ্ঞামতে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আত্মমঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগকরণে যথেষ্ট অধর্ম্ম সে প্রমাণ বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেও অধর্ম্ম আছে আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাজন দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় এমত কার্য্য করা উচিত নহে। অতএব আমি এ দেশের অধিকারী আমার বাক্যে যদ্যপি নিয়ম ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে যাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন। আর লিখিয়াছেন আপনকার কোঠী যেখানে২ সেই২ স্থানে আমার লোক অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইয়াছে তাহার কারণ এই পুর্ব্বে যখন আপনারা এ দেশে কোঠী করিলেন তখন অল্প২ সামগ্রীর বাণিজ্য করিতেন এখন অতিশয় দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে কিরূপে পুর্ব্বের মত রাজকর থাকে এবং সওদাগরেরদিগেরও এই ধর্ম্ম যদি অধিক বাণিজ্য হয় তবে যে দেশাধিকারী থাকে তাঁহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক দেয় সে যে হউক। এখন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠাইবেন এবং যেস্থানে আপনকার কোঠী আছে সেই২ কো·

ঠীতে সমাচার লিখিবেন অধিক রাজকর দেয় বরং এখন যে হারে রাজকর দিবেন এইমত চিরকাল থাকিবে এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন দূত আসিয়া কোঠীর বড় সাহেবকে পত্র দিলেন কোঠীর বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া পুনরায় উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন নবাব ভাইজীউ সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সম্বাদ জ্ঞাত হইলাম রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসের কারণ পুনঃ২ লিখিতেছেন আর লিখিয়াছেন যে দেশাধিকারির বাক্যে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে এবং রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে পাপ আছে সেও প্রমাণ বটে। কিন্তু আম্মং শাস্ত্রমতে এই হয় যে শরণাগত জনের কারণ প্রাণ দিবেক তথাপি তাহাকে ত্যাগ করিবে না অতএব দেশাধীকারী ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রাণ দণ্ড করিতে পারে না তুল্যাতুল্য হইলেই প্রাণের শঙ্কা কিন্তু শরণাগতের কারণ সে শঙ্কা করিবে না তাহার প্রমাণ অনেক২ শাস্ত্রে আছে। সমান জনের সহিত শরণাগতের কারণ বিবাদ হইলে প্রাণ যাওনের কারণ কি অতএব যেখানে প্রাণপণ সেখানে শরণাগতের জন্যে যদি দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় তাহাও স্বীকার করিবে তাহাতে যদ্যপি প্রাণ যায় তথাপি ধর্ম্ম এবং যে নিয়ম আছে তাহাও রক্ষা হবে। অতএব আপনকার নিকট উত্তম২ পণ্ডিত আছেন তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি তাঁহারদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা যায় তবে আমি ত্যাগ করিব। আর এ রাজ্য পূর্ব্বে হিন্দু লোকেরদিগের ছিল আপনকার নিকটে অনেক২ হিন্দু চাকর আছে তাহারা অবশ্য আপন২ শাস্ত্র জ্ঞাত আছে। দেখুন অতিপূর্ব্বে দণ্ডী নামে এক রাজা ছিলেন সর্ব্বদা মৃগয়া করিতেন এক

দিবস দণ্ডী রাজা মগয়াতে গমন করিলেন এক বনের মধ্যে গমন করিয়া মৃগয়া করিতেছেন ইতিমধ্যে অত্যন্ত চঞ্চলগতি এবং আশ্চর্য্য মূর্ত্তি এক অশ্বিনী দেখিয়া রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সকল সৈন্যকে কহিলেন এই অশ্বিনীকে ধর। রাজাজ্ঞা পাইয়া সকল সৈন্য অশ্বিনীকে ধরিলেক। দণ্ডী রাজা অশ্বিনীকে লইয়া আত্ম রাজ্যে গমন করিলেন। অশ্বিনী দিবসে ঘোটকী রাত্রে এক অপূর্ব্বা সুন্দরী কন্যা হয় ইহাতে দণ্ডী রাজার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। এই রূপে কিছুকাল যায় এক দিবস রজনীতে সেই কন্যাকে দণ্ডী রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে আমাকে সত্য কহ। তখন সেই কন্যা কহিলেন আমি স্বর্গের নর্ত্তকী ছিলাম এক দিবস ইন্দ্রের নিকটে নৃত্য করিতে অন্যমনস্কা হইলাম ইহাতেই তাল ভঙ্গ হইল তাল ভঙ্গহওনে ইন্দ্র ক্রোধ করিয়া কহিলেন যেমন তুমি মন্দ নৃত্য করিলা অতএব অশ্বিনী হইয়া সর্ব্বদা বনমধ্যে গিয়া নৃত্য কর। পরে আমি ইন্দ্রকে বহুবিধ স্তব করিলাম তাহাতে ইন্দ্র কিঞ্চিৎ তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি রজনীতে কন্যা হইবা। এবং দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবেক তারপর মুক্ত হইয়া আমার নিকটে আসিবা। ইহা শুনিয়া দণ্ডী রাজা যত্নপূর্ব্বক অশ্বিনীকে রাখেন এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ আপন আলয়ে শ্রবণ করিলেন যে দণ্ডী রাজা এক অপূর্ব্বা অশ্বিনী পাইয়াছেন। সেই অশ্বিনী চাহিলেন দণ্ডী রাজা সে অশ্বিনী কদাচ দিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণ বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। দণ্ডী রাজা শ্রবণ করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। তাহাতে পলাইয়া অনেক২ স্থানে গমন করিলেন। পরে পাণ্ডব পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ইহারদিগের মধ্যে ভীমের শরণাপন্ন হইলেন ভীম

আশ্বাস করিলেন হে দণ্ডিরাজ অশ্বিনীর সহিত আমার নিকটে থাক তোমার কোন চিন্তা নাই দণ্ডী রাজা যথেষ্ট আশ্বাস পাইয়া ভীমের নিকটে রহিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনী সহিত ভীমের শরণাপন্ন হইয়াছে পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূত পাঠাইলেন যে দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর সহিত সেখানে আছে অতএব তাহাকে এবং অশ্বিনীকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন। এই সম্বাদ পাইয়া ভীম বড় ভাবিত হইলেন ভীমেরদিগের বল বুদ্ধি বিক্রম যে কিছু সকলি শ্রীকৃষ্ণ। অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন যে শরণাগত জনকে রক্ষা যদি না করি তবে বৃথা প্রাণ ধারণ করা যদি না দিই তবে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধেতে প্রাণ রক্ষা হইবে না তবে কি করি অনেক মত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন বরং যুদ্ধেতে প্রাণ যায় সেও উত্তম তথাপি শরণাগত জনকে দেওয়া মত নহে ইহাই স্থির করিয়া কৃষ্ণের দূতকে বিদায় করিলেন। দণ্ডী রাজা ও অশ্বিনীকে দিলেন না শ্রীকৃষ্ণ এই সম্বাদ পাইয়া মহাক্রোধে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন পশ্চাৎ ভীম আত্মসহোদরেরদিগকে সম্বাদ দিলেন তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি শুনিয়া মহা ক্রোধান্বিত হইয়া রণ করিতে প্রবর্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন তোমরা আমার আশ্রিত দণ্ডী রাজার কারণ আমার সঙ্গে রণ করিতে আসিয়াছ। ভীমার্জুন কহিলেন আপনি যাহা কহিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু শরণাগত জনের কারণ আমরা প্রাণ দিতে স্বীকার করিয়াছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন আমি তোমারদিগের সাহস এবং ধর্ম্মজ্ঞান দেখিবার কারণ এরূপ করিয়াছিলাম এইরূপে কথোপকথন অনেক হইল। পশ্চাৎ অশ্বিনী সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ইন্দ্রের অভিসম্পা তহইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্থানে গমন করিলেন।

অতএব আমি হিন্দুলোকের স্থানে এমত কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং হিন্দুর শাস্ত্রেও অনেক স্থানে প্রমাণ আছে যে শরণাগতকে কদাচ ত্যাগ করিবে না আমারদিগের শাস্ত্রেও শরণাগতকে ত্যাগ করিতে যথেষ্ট নিষেধ আছে তথাপি বারং লিখিতেছেন আপনি এদেশের কর্ত্তা আপনকার নিকটে সকল জাতীয় মনুষ্য আছে বরং সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন। বিশেষতঃ আমারদিগের পণ প্রাণসত্ত্বে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিব না অতএব রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে পশ্চাৎ কৌশলক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব। এইক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎকালের জন্যে স্থির থাকিবেন। আর যে লিখিয়াছেন আমারদিগের বাণিজ্য অধিক হইতেছে অতএব রাজকর অধিক লাগিবেক কিন্তু আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেককালাবধি আছে তাহাতে হস্তিনাপুরের সম্রাটের রাজা এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন এবং কতং সুবা গিয়াছে কখন অধিক দেই নাই এখনও অধিক দিব না আপনি বিবেচক বিবেচনা করিয়া যে সৎপরামর্শ হয় তাহাই করিবেন।

এই মত লিখন লিখিয়া নবাব সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

নবাব সাহেব কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেবের পত্র জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠীর সাহেব বুঝি আমার বাক্য শুনিলেন না অতএব আর এক পত্র লিখ যদি বাক্য পালন করেন তবে ভালই নতুবা আমি কলিকাতা লুঠ করিয়া তাঁহারদিগকে এ দেশে থাকিতে দিব না। পাত্র নিবেদন করিলেন আপনি দেশাধিকারী কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয় তাহাতে নবাব কহিলেন আমার আজ্ঞা

লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি না তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া আন। মহারাজ মহেন্দ্র নীরব হইয়া পত্র লেখাইলেন তাহার বিবরণ এই।

আত্মশিষ্টাচারের পত্র লিখিলেন ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেকং শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্ব্বে যেমনং হইয়াছে তাহাও লিখিয়াছেন এ সকলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্ব্বত্রই রাজারদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্যাগ করেন না তাহার কারণ এই রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন তবে রাজ্যের বাহুল্য হয় না এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয় আপনি রাজা নহেন কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন। অতএব যদি রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে এখানে শীঘ্র পাঠান তবে ভালই নতুবা আমি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্ব্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণে তাহাই দিবেন আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাকিবে কিন্তু আর যত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন তাঁহারদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইব অতএব আপনি বিবেচক সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় বড় সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

কোঠীর বড় সাহেব পত্র জ্ঞাত হইয়া আপনার চাকর লোককে জ্ঞাত করিলেন আর কহিলেন আমি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে কদাচ দিব না অতএব বুঝি নবাবের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল কিন্তু নবাব এ দেশাধিকারী তাঁহার সৈন্য অধিক আমি মহাজনীয় ব্যবসায় করি সৈন্য

নাই তাহাতে চারা কি তোমরা এ নগরে বাস করিয়া রহিয়াছ অতএব আত্মং পরিবার অন্য দেশে প্রেরণ কর আর কিছু সৈন্য যদি সংগ্রহ করিতে পার তাহারও চেষ্টা পাও এবং নবাবের পত্রের উত্তর লিখ।

এই মত পত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর অনেকং গেল নবাব স্রাজেরদৌলা কদাচ কাহার বাক্য শ্রবণ করিলেন না মহাক্রোধান্বিত হইয়া যাবদীয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধের কারণ কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতার কোঠীর বড় সাহেব শুনিলেন যে নবাব স্রাজেরদৌলা সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার যাবদীয় চাকর লোককে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমারদিগকে পূর্ব্বেই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছি সম্প্রতি নবাব সসৈন্য রণকরিতে আসিতেছেন তোমরা সকলে সাবধান থাক এবং আর কিছু সৈন্য আমাকে আনিয়া দেহ। সাহেবের যতং চাকর লোক সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে প্রবর্ত্ত এবং সাহেবের আজ্ঞানুসারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আত্মং পরিজন লোককে অন্য স্থানে গোপনে রাখিয়া আপনারা সকলে সৈন্যের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুরাণ কোঠীর গড়ের উপর থরেং কামান রাখিয়া রণ সজ্জা করিয়া সকলে সাবধান থাকিলেন। তখন পুরাতন কোঠীর নীচে গঙ্গা ছিলেন তাহাতে যুদ্ধের ছোট জাহাজ প্রস্তুত করিলেন এবং যাবদীয় ধন ও বহুমূল্য দ্রব্য সমস্তই জাহাজে রাখিয়া অত্যন্ত সাহস করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন এবং বাগবাজারের পুলের উপর পঁচিশ কামান ও কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিলেন।

কিঞ্চিৎ গৌণে নবাব স্রাজেরদৌলা পশ্চাৎ সৈন্য লইয়া

কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন বাগবাজারের পুলের নিকট উপস্থিত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের বহু সৈন্য ছিল তথাপি পুলের সৈন্যগণকে জয়ী হইতে পারিতেছে না এবং নবাবের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। কলিকাতানিবাসি লোক সকল তরণিতেই প্রায় আছে। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নৌকাযোগে বঙ্গ দেশে গমন করিয়া অতিগোপনে রহিলেন। পরে বাগবাজারে অনেক যুদ্ধ করিয়া কোঠীর বড় সাহেবের সৈন্য কাতর হইল। পরে নবাবের সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া নগরনিবাসিরদিগের ধন এবং দ্রব্য যে যাহা পায় সে তাহাই লইতে লাগিল পশ্চাৎ নবাবের প্রধান২ সৈন্যসকল পুরাণ কোঠীর নিকট উপনীত হই-লেই কোঠীর সাহেব রণ করিতে আরম্ভ করিলেন নবাবের সৈন্যও রণ করিতে লাগিল। কিন্তু কাহার শক্তি হয় না যে এক পদ অগ্রগামী হন সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে এমন যোদ্ধা কখন কেহ দেখে নাই শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলা গুলি পড়ি-তেছে এইরূপ সপ্তাহ যুদ্ধ হইল নবাবের বিস্তর সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করিলেক। কোঠীর সাহেবের সৈন্য অল্প কি করি-বেন গড়ে তিষ্ঠিতে না পারিয়া জাহাজের উপর আরোহণ করিলেন। পশ্চাৎ নবাব সাহেবের সৈন্য গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোঠীর বড় সাহেব জাহাজের উপর থাকিয়া অনেক প্রকার যুদ্ধ করিলেন বি-স্তর সৈন্যের অল্প সৈন্যে কি করিতে পারে। অনেক যুদ্ধের পর জাহাজ ভাষাইয়া সাহেব বিলাতে গমন করিলেন। তখন ভদ্র লোক সকলেই বিমর্ষ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে এ দেশের আর মঙ্গল হয় না কেননা বিদেশী সওদাগর লোক আর আসিবে না কলিকাতায় উপস্থিত হইল অতএব

যদি কখন ইঙ্গরাজেরা এ দেশে আইসেন আর ঈশ্বর যদি জবনাধিকারী নষ্ট করেন তবেই এ রাজ্যের মঙ্গল হবে নতুবা এ দেশের লোকের যথেষ্ট দুর্গতি হইবেক এইরূপ পরস্পর কহিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র লোক সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। আর সকলেই মনেং নবাবেরে মন্দ কহিতে লাগিল কোন ব্যক্তি কহে ভাই হে ইঙ্গরাজের তুল্য সত্যবাদী নাই এবং দয়া যথেষ্ট যে লোক অন্য স্থানে যে বেতন পাইত সেই লোক সাহেবের চাকর হইলে তার দ্বিগুণ বেতন মিলিত এইরূপ সকলে সাহেবের গুণানুবাদ করিতে প্রবর্ত্ত।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সমরে জয়ী হইয়া যাবদীয় লোককে আজ্ঞা করিলেন কোঠীর সাহেবের চাকর লোকের বাটী ঘর যত আছে সকল ভাঙ্গিয়া ফেল। আজ্ঞামতে সকল ভৃত্যেরা কলিকাতার যাবদীয় অট্টালিকা ভাঙ্গিতে প্রবর্ত্ত হইল নগরমধ্যে উত্তম স্থান রাখিলেক না এইরূপ নগর ভগ্ন করিয়া সর্ব্বত্র সৈন্য রাখিয়া নবাব মুরশিদাবাদে গমন করিলেন। পাত্র মিত্রগণ সকলে অন্যায় দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন শঙ্কায় কেহ কিছু কহিতে পারেন না এইরূপে এক বৎসর গত হইল।

পরে ইঙ্গরাজ সাহেব লোক সৈন্যেতে পাঁচ জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া কলিকাতার নিকটে আসিয়া দূত দ্বারা সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন যে নবাব কিছু সৈন্য রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। পরে যে সকল সৈন্য কলিকাতায় ছিল তাহারদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করত সে সব সৈন্য নিপাত করিয়া কলিকাতার কোঠীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মপতাকা উঠাইয়া দিলেন।

পশ্চাৎ সকলে পরস্পর [illegible] করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল

এবং পূর্ব্বে যে সকল লোক চাকর ছিল তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া আপনং পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে সাহেবের নিকট নানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য ভেট দিয়া আত্মং সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব হাস্য করিয়া অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়া পূর্ব্বে যে যে লোক যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল সেইং লোক সেইং কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিলেন। নগরবাসি লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই পরে সাহেব প্রধান চাকরকে আজ্ঞা করিলেন যে পূর্ব্বে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে আসিয়াছিলেন তাহাতে আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম যে বিলাতের আজ্ঞা না পাইয়া নবাবের সহিত বিবাদ করিতে পারি না এখন বিলাতের কর্ত্তার আজ্ঞা পাইয়া আসিয়াছি নবাবের সহিত যুদ্ধ করিব তাঁহারা আমার সাহায্য করিবেন কি না এই সমাচার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিলে তিনি কি উত্তর করেন তাহা যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারি তাহা করহ প্রধান পাত্র কহিলেন যে আজ্ঞা আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট দূত প্রেরিত করিয়া সম্বাদ আনাইতেছি। পরে সাহেবের চাকর সাহেবের আগমন সমাচার বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া মহারাজার নিকটে দূত পাঠাইলেন দূত কৃষ্ণনগরে উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র দিল রাজা পূর্ব্বেই সাহেবের আগমন সম্বাদ পাইয়াছিলেন পরে পত্র পাইয়া সকল জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া দূতকে রাজপ্রসাদ দিয়া পত্রের উত্তর লিখিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবকে যে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই।

আপন মঙ্গল এবং অনেকং প্রকার শিষ্টাচার লিখিয়া লিখিলেন সাহেব পুনরায় [illegible] করিয়া কলিকাতা অধি-

কার করিয়াছেন ইহাতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়াছি এবং বুঝি আমারদিগের এ রাজ্য রক্ষা পাইবে। আপনকার সহিত পূর্ব্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল সেই সকল সম্বাদকারণ মুরশিদাবাদে মনুষ্য প্রেরণ করিলাম আপনি রণ সজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকিবেন মুরশিদাবাদের সমাচার পাইলেই নিবেদন লিখিব কিন্তু পূর্ব্বে যে নিবেদন করিয়া আসিয়াছি তাহার অন্যথা কদাচ হইবে না।

এই প্রকার পত্র লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুরশিদাবাদে আত্মপাত্রকে পাঠাইলেন। সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের লিপি পাইয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন পশ্চাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও জগৎসেট ও মীরজাফরালি খাঁ প্রভৃতি সকলকে পূর্ব্বের সমাচার স্মরণ করিয়া দিলেন সকলেই যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া কহিলেন তোমার রাজাকে সম্বাদ দেহ যে কলিকাতায় মনুষ্য পাঠান ও যাহাতে সাহেব ত্বরায় সৈন্যসহিত আইসেন তাহা করেন মীরজাফরালি খাঁ কহিলেন আমি নবাবের সেনাপতি সকল সৈন্য আমার বশতাপন্ন যেমত২ কহিব তাহাই সৈন্যেরা করিবে। কিন্তু আমার এক কথা সাহেবকে পালন করিতে হইবে ইহাই সাহেবপর্য্যন্ত নিবেদন করিয়া করার আনহ তবে যেমত২ সাহেব আজ্ঞা করিবেন আমি সেই মত কার্য্য করিব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কহিলেন কি কথা আজ্ঞা করুন আমি সাহেবপর্য্যন্ত নিবেদন লিখিয়া করার আনাইব। মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন পশ্চাৎ এ দেশের নবাবি আমাকে দিবেন যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমি মনোযোগ করিয়া সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিব না।

এই সমাচারের উত্তর আন। পশ্চাৎ কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত সমাচার আপন আত্মীয় জনেক মনুষ্য দিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মুরশিদাবাদের যাবদীয় সম্বাদ লিখিয়া কলিকাতার সাহেবকে জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব বিস্তারিত সমাচার শুনিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিলেন নবাব স্রাজেরদৌলার সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ নবাবি চাহিয়াছে আমিও সত্য করিলাম স্রাজেরদৌলাকে দূর করিয়া মীর জাফরালি খাঁকে নবাব করিব তুমি এই সমাচার মীর জাফরালি খাঁকে দিলে সে যেমত উত্তর করে তাহা আমাকে লিখিবা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া বিস্তারিত সমাচার লোক দ্বারা আপন পাত্রকে জানাইলেন।

রাজপাত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মীর জাফরালি খাঁর নিকট গমন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মীর জাফরালি খাঁ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি আর মনোযোগ করিয়া রণ করিব না তুমি সাহেবকে সমাচার দেও যুদ্ধ করিয়া শীঘ্র জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র নিবেদন করিলেন যেমন সাহেব সত্য করিয়াছেন আপনাকে নবাব করিবেন তেমনি আপনিও সত্য করুন যে মনোযোগ করিয়া সমর করিবেন না। এই কথার পর মীর জাফরালি খাঁ হাস্য করিয়া সত্য করিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিদায় হইলেন।

পরে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া দেখেন যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে গিয়াছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের শঙ্কায় কখন কোন বাটীতে থাকেন ইহা আন্তঃপুরবর্গেরাও জানে না সর্ব্বদা চিন্তান্বিত এই সকল কথার

যোজনকর্ত্তা আমি যদি নবাব সুরাজেরদৌলা কিঞ্চিৎ সন্ধান পায় তবে আমার জাতি প্রাণ রাখিবে না ইহাতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। পরে পাত্র মুরশিদাবাদহইতে মহারাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন তুমি অদ্যই কলিকাতায় প্রস্থান কর বিস্তারিত সমাচার সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়া শীঘ্র যাহাতে নবাব নিপাত হয় তাহার চেষ্টা পাও গিয়া। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব তুষ্ট হইয়া রাজপাত্রকে প্রসাদ দ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন। তখন কালীপ্রসাদ সিংহ কিঞ্চিৎ গৌণে বাটী প্রস্থান করিল। সাহেব আপন যাবদীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সুসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হও আমি কল্য নবাব সুরাজেরদৌলার সহিত সমর করিতে যাইব। আজ্ঞামাত্রে সকল সৈন্য রণসজ্জা করিয়া প্রস্তুত হইল সাহেব দেখিলেন সকল সৈন্য প্রস্তুত তখন শুভক্ষণে সাহেব গমন করিলেন নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল বাদ্যের ধ্বনিতে এবং সৈন্যের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইয়া সকলেই জয়২ ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং যাত্রিক দ্রব্য সকল সম্মুখে রাখিয়া গ্রামের মনুষ্যেরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল সাহেব হাস্য করিয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন গ্রামের লোকের উপর কোন সৈন্য দৌরাত্ম্য করিতে না পারে সাহেব এই রূপে সৈন্য সঙ্গে করিয়া চলিলেন।

পরে মুরশিদাবাদপর্য্যন্ত সমাচার হইল যে ইঙ্গরাজ সাহেব নবাবের সহিত রণ করিতে আসিতেছেন এবং

নবাব সাহেব পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন বিশেষ জ্ঞাত হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন তুমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া পলাশির বাগানে গিয়া প্রস্তুত থাকহ। সাবধানে সমর করিবা কোনরূপে ইঙ্গরাজ জয়ী হইতে না পারে বাকি যে সৈন্য এখানে থাকিল তাহা লইয়া আমি পশ্চাৎ গমন করিব কিন্তু ইঙ্গরাজেরা বড় যোদ্ধা এবং অশেষ মন্ত্রণা জানে কোনরূপে ত্রুটি না হয় সাবধানং। সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ বিস্তরং সাহস দিয়া সৈন্যের সহিত পলাশির বাগানে আসিয়া রণসজ্জা করিয়া আছেন কিন্তু মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন কিরূপে ইঙ্গরাজেরা জয়ী হবেন অনেক বিবেচনার পর সৈন্যের মধ্যে প্রধানং যেং সৈন্য তাহারদিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিলেন তোমরা কেহ মনোযোগ করিয়া রণ করিও না যে সেনাপতি সেই যদ্যপি এমন গতি করিতে প্রবর্ত্ত হইল ইহাতেই সকল সৈন্য ঔদাস্য করিয়া অসাবধানে থাকিল। পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া সমর আরম্ভ করিল। নবাবি সৈন্য সকল দেখিল যে প্রধানং সৈন্যেরা মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করে না এবং ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শতং লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উম্মাক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। যুদ্ধ ভাল হইতেছে না ইহা দেখিয়া নবাবের চাকর মোহনদাস নামে এক জন সে নবাব সাহেবকে কহিল আপনি কি করেন আপনকার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব কহিলেন সে কেমন। মোহনদাস কহিল সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ ইঙ্গরাজের সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশির বাগানে পাঠান আমি যাইয়া

যুদ্ধ করি। আপনি বাকি সৈন্য লইয়া সাবধানে থাকিবেন পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিলেন এবং এইক্ষণে কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। নবাব মোহন দাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়যুক্ত হইয়া সাবধানে থাকিয়া মোহন দাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলাশিতে প্রেরিত করিলেন। মোহন দাস উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল মোহন দাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজের সৈন্য শঙ্কান্বিত হইল। মীর জাফরালি খাঁ দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যদ্যপি মোহন দাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে আর এ নবাব থাকে তবে আমারদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবে অতএব মোহন দাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে ইহাই বিবেচনা করিয়া নবাবের দূত করিয়া এক জন লোককে পাঠাইলেন সে মোহন দাসকে কহিল আপনাকে নবাব সাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহন দাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব নবাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেন না। মোহন দাস বিবেচনা করিল এ সকলি চাতুরী এ সময় নবাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন ইহা অন্তঃকরণে করিয়া দূতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীর জাফরালি খাঁ বিবেচনা করিল বুঝি প্রমাদ ঘটিল পরে আত্মীয় এক জনকে আজ্ঞা করিল তুমি ইঙ্গরাজের সৈন্য হইয়া মোহন দাসের নিকট গিয়া মোহন দাসকে নষ্ট করহ। আজ্ঞা পাইয়া এক জন মনুষ্য মোহন দাসের নিকট গমন করিয়া অগ্নিবাণে মোহন দাসকে মারিল সেই বাণে মোহন দাস পতন হইল। পরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল ইঙ্গরাজের জয় হইল।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া

মনেং বিবেচনা করিলেন কোনমতে রক্ষা নাই আপন সৈন্য বৈরী হইল অতএব আমি এখানহইতে পলায়ন করি ইহাই স্থির করিয়া নৌকোপরি আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের নিকটে সকল সমাচার নিবেদন করিয়া মীর জাফরালি খাঁ মুরশিদাবাদের গড়েতে গমন করিয়া ইঙ্গরাজী পতাকা উঠিয়া দিলে সকলে বুঝিল ইঙ্গরাজ মহাশয়েরদিগের জয় হইল তখন সমস্ত লোকে জয়ং ধ্বনি করিতে প্রবর্ত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। যাবদীয় প্রধানং মনুষ্য ভেটের দ্রব্য দিয়া সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন সাহেব সকলকে আশ্বাস করিয়া যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেইং কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া রাজপ্রসাদ দিলেন মীর জাফরালি খাঁকে নবাব করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা সকলে সাবধানপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিবা রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজা লোক দুঃখ না পায় সকলে আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরে নবাব স্রাজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যান তিন দিবস অভুক্ত অত্যন্ত ক্ষুধিত নদীর তটের নিকট এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দেও এক জন মনুষ্য বড় পীড়িত কিঞ্চিৎ আহার করিবেক। ফকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিয়া দেখিল নবাব স্রাজেরদৌলা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল তাহার শোধ লইব ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া করপুটে বলিল আমি আহারের

দ্রব্য প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান করুন। ফকিরের প্রিয় বাক্যে নবাব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকিরের বাটীতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীর জাফ-রালি খাঁর চাকর ছিল তাহাকে সম্বাদ দিল যে নবাব স্রা-জেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব জাফরালি খাঁর লোকে এ সম্বাদ পাইবামাত্র অনেক লোক একত্র হইয়া নবাব স্রাজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরশি-দাবাদে আনিলেক।

পরে অতিগোপনে নবাব মীর জাফরালি খাঁর পুত্র মীর মীরণকে সম্বাদ দিয়া ইঙ্গরাজের বড় সাহেবকে সম্বাদ দিতে যায় তাহাতে মীর মীরণ নিষেধ করিয়া কহিলেন যে আর কাহাকেও এ সমাচার কহিবা না। মীর মীরণ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যদি বড় সাহেব এ সম্বাদ শ্রবণ করেন তবে স্রাজেরদৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না তবে আমারদিগে-রও মঙ্গল হওয়া ভার এবং যেং পাত্রি মিত্রগণেরা আছে ইহারা শ্রবণ করিলেও কদাচ নষ্ট করিতে দিবে না বরং নবাব স্রাজেরদৌলাকে নবাবি দেওনের চেষ্টা পাইবেক অ-তএব নবাব স্রাজেরদৌলাকে এক দণ্ড রাখা নয় ইহাই স্থির করিয়া আপনি খড়্গ হস্তে করিয়া নবাব স্রাজেরদৌলার নিকটে উপনীত হইলেন। নবাব স্রাজেরদৌলা দেখিলেন মিরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে তখন মীরণকে অনেকং স্তুতি করিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় মিরণ কদাচ ক্ষান্ত হইল না। পশ্চাৎ নবাব স্রাজেরদৌলা ঈশ্বরে মনোযোগ করিয়া নিঃশব্দে রহিলেন তখন মিরণ খড়্গেতে নবাবকে ছেদন করিয়া পশ্চাৎ প্রচার করিলেক। এই সকল বৃত্তান্ত

বড় সাহেব শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেন এবং পাত্র মিত্রগণ সকলেই মহাব্যথিত হইয়া কাতর হইলেন।

মহারাজ মহেন্দ্র পাত্রকর্ম্মে আপন ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতায় সপরিবারে আসিলেন তখন বড় সাহেব বিবেচনা করিলেন জবনকে প্রত্যয় নাই অতএব পূর্ব্বে যেমত নবাবি ভার ছিল সেমত না রাখিয়া রাজ্য করতল করিতে লাগিলেন স্থানেং সাহেব লোক কর্ত্তা নবাবের লোক কার্য্য করে এই রূপ রাজকর্ম্ম হইতে লাগিল রাজ্যের শাসন দিনং হইতে লাগিল প্রজালোকের যথেষ্ট সুখ কোন শঙ্কা নাই ভয়ক্রমে কেহ কাহারু উপরে দৌরাত্ম্য করিতে পারে না রাম রাজার ন্যায় মনুষ্য সকল সুখী হইল এইরূপে কাল ক্ষেপণ করেন।

কিঞ্চিৎকালের পর বড় সাহেব কলিকাতায় আসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন। রাজা বড় সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া কহিলেন তোমার মনোনীত যাহা তাহা বিস্তারিত করিয়া বল আমি পূর্ণ করিব। মহারাজ করপুটে নিবেদন করিলেন আমি কেবল অনুগ্রহের আকাঙ্খী। এই কথার পর বড় সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কহিকেন তুমি আমার নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র এবং তোমার মন্ত্রণায় সর্ব্বত্র জয়ী হইলাম তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহা আমি সর্ব্বদা করিব মহারাজাকে অনেক প্রিয় বাক্য কহিয়া সে দিবস বাসায় বিদায় করিলেন। পর দিবস রাজাকে বিস্তরং রাজপ্রসাদ দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিলেন আর পূর্ব্বের যে রাজকর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় দিতেন তাহা অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ তঙ্কা ঘুচাইয়া ছয় লক্ষ তঙ্কা রাজকরের

নিয়ম করিয়া দিলেন ও রাজার সুখ্যাতি বিলাতপর্য্যন্ত লি· খিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিলেন। রাজা বড় সাহেবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ও রাজ্যের প্রতুল করিয়া এবং যখনকার যে সমাচার সাহেবপর্য্যন্ত নিবেদন করায় এ কারণ সর্ব্বাংশে ভাল এক জন লোক বড় সাহেবের নি· কটে রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্ব্বে যে নাম ব্রাহ্মণেরা দিয়াছিলেন বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন যাবদীয় মনুষ্য পত্রা- দিতে লেখেন অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর এইরূপে সর্ব্বত্রই মহারাজার সুখ্যা- তি হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দুই রাণী প্রধান রাণীতে পঞ্চ পুত্র জ্যেষ্ঠের নাম রাজা শিবচন্দ্র দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র তৃতীয় মহেশচন্দ্র চতুর্থ হরচন্দ্র পঞ্চম ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র বড় রাণীর। ছোট রাণীর এক পুত্র শম্ভুচন্দ্র রাজার এই ছয় পুত্র পুত্র সকল সর্ব্বাংশে উত্তম নানা বিদ্যাতে বিশা- রদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র সকলের রূপে এবং গুণে অত্যন্ত হৃষ্ট রাজার সর্ব্বক্ষণ ধীরবর্গের সহিত অশেষ শা- স্ত্রের বিচারেই কাল ক্ষেপণ এবং নিজাধিকার অতিশয় শাসিত যাবদীয় লোকের প্রতি দয়া এবং দরিদ্রে দান ক্ষুধার্ত্ত জনেরে ভোজন করান এইরূপে কাল ক্ষেপণ। কিছু কালানন্তরে বিবেচনা করিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত শান্ত এবং পণ্ডিত সর্ব্বগুণে গুণান্বিত দেখিয়া নিজ রাজ্যে শিবচন্দ্র রায়কে অভিষিক্ত করিয়া রাজা করিলেন। এবং আপনি ঈশ্বরে মন স্থির করিরা ধ্যান করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বদা

পিতৃসেবাতেই মনোযোগ এইরূপে বহুকাল যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইল।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায় নিয়মমতে ক্রিয়ানন্তরে কলিকাতায় আসিয়া বড় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেবলোক অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদাপূর্ব্বক অধিকারের প্রতুলমতে রাজ্যে বিদায় করিয়া দিলেন।

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে গমন করিয়া যাবদীয় প্রধানং পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী আমার পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রাদি মহাশয়েরা যেমনং রাজনীতি কর্ম্ম করিয়াছেন সেইমত আমাকেও তোমরা মন্ত্রণা দিবা আমিও সেইমত কার্য্য করিব। এই বাক্য পাত্র মিত্রগণেরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি মহামহোপাধ্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মহাশয়কে মন্ত্রণা দিবার অপেক্ষা নাই তবে যখন যে স্মরণ করাণ তাহা নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিবচন্দ্র রায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া রাজপ্রসাদ দিয়া সকলের সম্মান করিলেন এইরূপে পরম সুখে রাজ্য করেন।

কিঞ্চিৎকালের পর মহারাজ শিবচন্দ্র রায় মনোমধ্যে বিবেচনা করিতেছেন পূর্ব্বে যে সকল মহারাজারা আমারদিগের বংশে ছিলেন তাঁহারা অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিয়া দেশ দেশান্তরে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন অতএব আমিও সেই মতাচরণ করিব ইহাই স্থির করিলেন।

কিঞ্চিৎ গৌণে নবদ্বীপহইতে প্রধানং পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা যে মহতী ঘটা করিয়া একটা যজ্ঞ করি অতএব আপনারা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা

করুন কি যজ্ঞ করিব। পণ্ডিতবর্গেরা কহিলেন মহারাজ সোম যাগ করুন। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিতেরদিগের বাক্যে উত্তমং যজ্ঞ করণানন্তর বহুবিধ দান করিয়া ঈশ্বরে মনোর্পণপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের এক পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায় কিছু দিনানন্তরে ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয় নবদ্বীপের রাজা হইলেন। পূর্ব্বের যে সকল মন্ত্রিরা ছিলেন সে সকল মন্ত্রিরদিগেরও লোকান্তর হইয়াছে উপযুক্ত মনুষ্য না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত দিনং রাজ্যের ক্ষীণতা এবং নানা প্রকারে অর্থব্যয় এই প্রকারে কতক কাল রাজ্য করিলেন। ইহাঁর পুত্র গিরীশচন্দ্র রায়। মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায় কল্পতরুর ন্যায় দাতা এবং ঈশ্বরে সর্ব্বদা মন ও বহুবিধ দান করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

পরে গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে সাহেব লোক সকলে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন এইক্ষণে তিনিই নবদ্বীপের রাজত্ব করিতেছেন কিন্তু রাজ্যের অনেক ক্ষীণতা হইয়াছে তথাপি পূর্ব্বের মহারাজারা যেমত ব্যবহার করিয়াছিলেন সেইমত আচরণ করিতেছেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় অত্যন্ত দাতা যাচক জনকে কদাচ বিমুখ করেন না এইরূপে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বং মহারাজারদিগের যে সকল কৃত্য তাহার যেরূপ ব্যয় ছিল এখন যে রাজ্যের ন্যূনতা হইয়াছে তথাপি সে সকল ব্যয়ের ন্যূনতা নাই এবং পূর্ব্বে যেমতং রাজনীতি ছিল এখনও সেই মতাচরণ করিতেছেন যাবদীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গেরা আগমন করিলে যথেষ্ট সম্মান করেন এবং অশেষ প্রকারে

ধীরসকলকে সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেছেন কোন মতেই নিন্দা কর্ম্ম করেন না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের
চরিত্র সমাপ্ত হইল।